NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ হার্দিককে নিয়ে অখুশি রোহিত শর্মা, বাড়ছে দু'জনের ঝগড়া

অধিনায়কের ব্যাটে পঞ্জাবকে ২০০ রানের লক্ষ্য দিল গুজরাত ৮

কলকাতা ৫ এপ্রিল ২০২৪ ২২ চৈত্র ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 05.4.2024, Vol.17, Issue No. 293, 8 Pages, Price 3.00

নিশীথের সমর্থনে বাংলায় এসে বক্তৃতায় ঝড় তুললেন মোদি

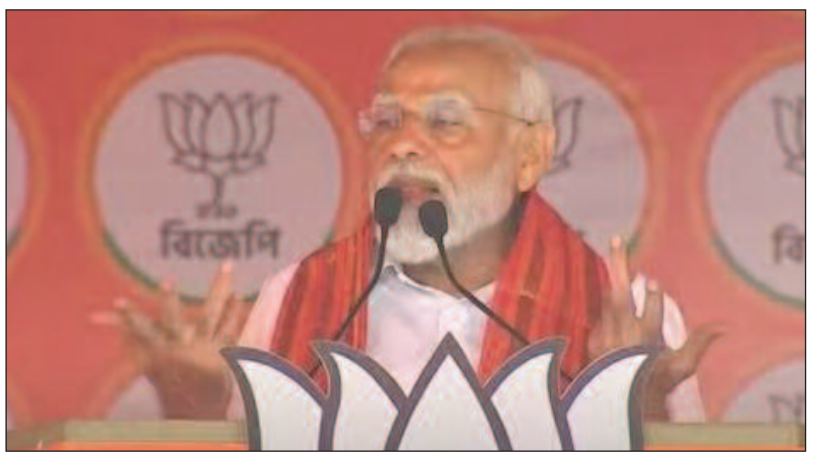

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার প্রথম বাংলায় এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কোচবিহারের বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার সমর্থনে জনসভা করেন তিনি। তাঁর সভা উপলক্ষে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে জনসমাগম দেখা যায়। গত মাসেই অবশ্য বাংলায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন মোদি। এর আগে আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, বারাসাত এবং শিলিগুড়িতে সভা করে গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সভা করেন কোচবিহারে। সাত দফার নির্বাচনের প্রথম দফাতেই কোচবিহারে ভোট রয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারেও ওই দফাতেই আগামী ১৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ। কোচবিহারে কয়েক ঘণ্টা আগেই সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাথাভাঙার গুমানির হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে একাধিক ইস্যুতে মোদিকে আক্রমণ করেছেন মমতা। এরপর রাসমেলা ময়দান থেকে মোদি সেই আক্রমণের জবাব দেন।

রাসমেলা ময়দান থেকে একাধিক বিষয়ে রাজ্যকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী, যা নিম্নরূপ

● মমতা দিদির প্রতি কৃতজ্ঞ

ভাষণের শুরুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মোদি। বলেন, 'আগের বার আমি এখানে যখন সভা করতে এসেছিলেন, মাঠের মাঝে মঞ্চ বানিয়ে উনি ময়দান ছোট করে দিয়েছিলেন। এ বার তেমন কিছু করেননি।'

● দোতারা উপহার

কোচবিহারের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীকে দোতারা উপহার দেওয়া হয়েছে। মঞ্চে সেই বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে তিনি বাজিয়েওছেন।

● নিশীথের প্রচারে মোদি

কোচবিহারের বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককেই এ বারও ওই কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার তাঁর সমর্থনে সভা করলেন মোদি। ২০১৯ সালে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েই টিকিট পেয়েছিলেন নিশীথ। ৫৪ হাজার ভোটে তিনি পরাজিত করেন তৃণমূল প্রার্থী পরেশচন্দ্র অধিকারীকে। ২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর নিশীথকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা দেয় বিজেপি।

● মোবাইলের আলো

কোচবিহারের সভা থেকে জনগণকে মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে সমর্থন জানাতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। নিশীথ প্রামাণিক এবং মনোজ টিগ্গার জন্য ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

● কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পাল্টা

'বাংলায় আমরা অনেক টাকা পাঠিয়েছি। এখানকার সরকারের বাধায় অনেক কাজ আটকে গিয়েছে।' কোচবিহারের সভা থেকে এমনটাই জানালেন মোদি। উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের বঞ্চনাকে এ বারের ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে অন্যতম ইস্যু করেছে তৃণমূল। কোচবিহারে সেই অভিযোগের বিরোধিতা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

● সিএএ নিয়ে মোদি

সিএএ নিয়ে বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করে মোদি বলেন, 'বিজেপি সরকার সিএএ নিয়ে এসেছে। প্রতি পরিবারকে নাগরিকত্ব দেওয়া মোদির গ্যারান্টি। বাংলার প্রতি পরিবারকে বলব, তৃণমূল, বামেরা আপনাদের ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু আপনারা ১০ বছর আমার কাজ দেখেছেন। মোদির গ্যারান্টির উপর ভরসা রাখুন।'

● বাংলায় 'লাখপতি দিদি'

বাংলার ৩ কোটি মহিলাকে 'লাখপতি দিদি' বানাবে মোদির সরকার। এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা লাখপতি বানাব তিন কোটি মহিলাকে। ওঁদের ড্রোন পাইলট বানাব। এতে 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পে গতি আসবে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে অন্তত সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি এখানে তাই বিকাশের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।'

● তৃণমূলকে ভুগতে হবে

সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বাংলার সরকারকে আক্রমণ করলেন মোদি। তাঁর হুঁশিয়ারি, সন্দেশখালির ঘটনার জন্য দায়ী একমাত্র তৃণমূল। এর জন্য তৃণমূলকে ভুগতে হবে।

● ১০ বছরে যা হয়েছে, তা ট্রেলার

গত ১০ বছরে দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা শুধু 'ট্রেলার', আরও কাজ বাকি আছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বাংলার ৪০ লক্ষ পরিবার বাড়ি পেয়েছে। কোটি কোটি মানুষ প্রথম বার শৌচালয়, বিদ্যুৎ, জলের সংযোগ পেয়েছেন। কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি আমরা টাকা পাঠিয়েছি। কারণ এটা মোদির গ্যারান্টি ছিল। ১০ বছরে যে বিকাশ হয়েছে, তা দেশের সর্বত্র হয়েছে। ১০ বছরে যা হয়েছে, তা শুধু 'ট্রেলার'। আরও অনেক কাজ বাকি। লোকে বলে আমার কোনও পরিবার নেই। আমার কাছে দেশই পরিবার।'

● আয়ুষ্মান ভারত করতে দেয়নি তৃণমূল

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার জন্য যা উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আসি, তৃণমূল সরকার চালু করতে দেয় না। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প এখানে চালু করতে দেয়নি মমতার সরকার। এখান থেকে কেউ কোনও কাজে বাইরের রাজ্যে গেলে চিকিৎসার খাতে ওই প্রকল্পে টাকা পেতেন মানুষ। তৃণমূল সরকার এটা করতে দেয়নি।'

● 'ইন্ডিয়াকে খোঁচা'

বিরোধী জোটকে খোঁচা দিয়ে মোদি বলেন, 'বিরোধীদের রাজনীতি শুধু অপপ্রচারের উপরেই টিকে আছে। 'ইন্ডিয়া' মিথ্যাচার। তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস এখানে নিজেদের মধ্যে লড়ছে। দিল্লিতে এক থালিতে খায়।' তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি প্রসঙ্গেও আক্রমণ করেন মোদি। বাংলার মানুষের টাকা নিয়ে তাঁরা দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, 'আমি বলি, ভ্রষ্টাচার হাটাও, ওরা বলে ভ্রষ্টাচার বাঁচাও। কিন্তু মোদী দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা দেবেই।'

● 'আমাদের উদ্দেশ্য সৎ'

মোদি বলেন, '১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বার করেছে বিজেপি সরকার। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কারণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ। তাই আমরা দেশের উন্নতি করতে পেরেছি। যেখানে বাকি সকলের আশা শেষ হয়, সেখান থেকে 'মোদি কি গ্যারান্টি' শুরু হয়।'

কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রীর অস্ত্র শীতলকুচির ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারের সভা থেকে গত বিধানসভা ভোটের সময়কার শীতলকুচির প্রসঙ্গ টানলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূত্রে বিঁধলেন সদ্য পদত্যাগী পুলিশকর্তা তথা লোকসভা ভোটে বীরভূম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরকে। কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বসুনিয়ার সমর্থনে সভা থেকে বৃহস্পতিবার মমতা এ-ও অভিযোগ করেছেন, ওই পুলিশকর্তার বিষয়ে বিভাগীয় শাস্তি ছিল, ভিজিল্যান্স ছিল, রাজ্য সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর ভিজিল্যান্সে 'ক্লিয়ারেন্স' দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার মমতা বলেছেন, 'শীতলকুচিতে নির্বাচনের সময়ে লাইনে দাঁড়ানো পাঁচ জনকে গুলি করে মেরেছিল। ভোট চলাকালীন ছুটে এসেছিলাম। যে লোকটির নির্দেশে হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের দু'টি ডিপি চলছে। ভিজিল্যান্স ক্লিয়ার হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের সরকার তাঁকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছে! কোনও আইনকানুন কিছু মানে না।' এর পরেই মমতা বলেন, 'শীতলকুচিতে গুলি চালিয়ে এত মানুষ মেরেও হাতের রক্ত মোছেননি। তিনি আবার বীরভূমে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আবার বলছেন, এসডিপিও ছিলেন। সো হোয়াট?'

এদিন শীতলকুচির ঘটনা ছাড়াও আরও নানাবিধ বিষয়কে তুলে ধরে অলআউট আক্রমণ করেছেন মমতা। যা নিম্নরূপ

নিশানায় নিশীথ

নাম না করে কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককেও এদিন নিশানা করেন মমতা। বলেন, 'আরও এক জন বাবু আছে। আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের দলে ছিল আপদ। আর এখন বিজেপিতে গিয়ে হয়েছে সম্পদ। তোমার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আছে বলে দেব? সমস্ত কেস বলে দেব?'

প্রতিপক্ষ কারা?

মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় তাঁর দলের লড়াই শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে নয়। তাঁর কথায়, 'আমরা লড়ছি সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আরও অন্যান্য ছোট ছোট পার্টি, ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, এনআইএ-এর বিরুদ্ধে।' তৃণমূলনেত্রী এ-ও স্পষ্ট করে দেন, বাংলায় বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' নেই। ওটা সর্বভারতীয় স্তরের বিষয়। তাঁর কথায়, 'ইন্ডিয়া নামটাও আমার দেওয়া। সবটা আমি করে দিয়েছিলাম।'

থানায় যান

বিজেপি ভয় দেখালেই থানায় ডায়েরি করার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা। তিনি বলেন, 'কোনও থানা যদি অভিযোগ না নেয়, তবে সরাসরি আমাকে জানাবেন। আমি দেখব।'

আপনাদের ২১ টাকা চাই?

মমতা বলেন, 'ওরা ইডির নেওয়া টাকা জনতাকে দেবে বলেছে। কত টাকা করে পাবেন বাংলার জনগণ। ২১ টাকা করে। আপনাদের কি ২১ টাকা চাই না কি বাংলাকে বাঁচানো চাই! না কি দেশ বাঁচানো চাই। মনে রাখবেন বাংলাই দেশকে বাঁচাবে। বাংলা ক্ষমতা অনেক।'

টেলি প্রম্পটারে বাংলা বলে ওরা

ভাষা নিয়ে বিজেপির নেতাদের কটাক্ষ মমতার। বলেন, 'ওরা চার লাইন বাংলা বলে। আপনারা অবাক হয়ে ভাবেন, আরে ওরা দিল্লি থেকে এসে বাংলা বলছে! আসলে টেলিপ্রম্পটারে বাংলা বলে ওরা। আমাদের মতো নয়।' বিজেপিকে বহিরাগত বলেও ইঙ্গিত করলেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ব্রাত্য বসুকে অপসারণের প্রস্তাব রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ব্রাত্য বসু নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করেছেন বলে অভিযোগ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য সরকারের পাশপাশি নির্বাচন কমিশনকেও রাজভবনের তরফে চিঠি দিয়ে এই দাবি জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজভবনের তরফে এখন কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে রাজ্যপালের এমন সুপারিশের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে টুইটে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, রাজ্যপাল শুধু একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে আচরণ করছেন তাই নয়, তিনি নিজের সমস্ত সীমাও অতিক্রম করছেন।

গত ৩০মার্চ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল পন্থী অধ্যাপক সংগঠনের বৈঠক ছিল। সেখানে ব্রাত্য বসুর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দু'জন প্রার্থীও বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সেকারণেই রাজ্যপালের দাবি, শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ব্রাত্য নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেছেন। ব্রাত্য পাল্টা বলেন, নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয়ে থাকলে তো রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ করার কথা। রাজ্যপাল আগ বাড়িয়ে কেন এসব করছেন তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

রবিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা কথা জানাল আলিপুর আবাহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনি ও রবিবার দক্ষিণের ১০ জেলায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। শুক্র ও শনিতে কলকাতা-সহ রাজ্যের ৯ জেলায় তাপপ্রবাহ চলতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার পারদ। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশিই থাকবে। এই সব এলাকাগুলিতে 'লু' বইবার পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে আলিপুরের তরফ থেকে।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, কলকাতা এবং উপকণ্ঠে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছতে পারে পারদ। সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। তাই অস্বস্তিও বাড়বে পাল্লা দিয়ে। ইতিমধ্যেই কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার করেছে। এরপর আরও বাড়বে তাপমাত্রা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। অর্থাৎ, ভারী বৃষ্টির কোনওরকম সম্ভাবনাও নেই আগামী পাঁচ দিন। তবে কোথাও কোথাও যদি বজ্রগর্ভ মেঘের পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে সেখানে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

ভ্রম সংশোধন

৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবারের একদিন পত্রিকার 'আজ কোচবিহারে মোদি ও মমতা...' শীর্ষক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় প্যারায় শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটেয় রাসমেলা ময়দানের মোদির সভার কথা লেখা হয়েছে। সেটি বৃহস্পতিবার হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক কমিশনের সাধারণ পর্যবেক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচন নিয়ে বাংলা নিয়ে বেশি বারংবার তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। এই আবহে বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকার সঙ্গে বৈঠকের সঙ্গে বৈঠক করলেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ সাধারণ পর্যবেক্ষক অলোক সিনহা। জানা গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট বৈঠক হয়েছে। তবে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা এখন জানা যায়নি।

এদিন নবান্ন থেকে বেড়ানোর সময় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ সাধারণ পর্যবেক্ষক অলোক সিনহা বলেন, 'আমি কমিশনের স্পেশ্যাল অবজার্ভার। সেই জন্য প্রোটোকল মেনে মুখ্যসচিবের সঙ্গে এদিন বৈঠক হয়েছে।' জানা গিয়েছে, তাদের মধ্যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়েই আলোচনা হয়।

বৃহস্পতিবার ছিল দ্বিতীয় পর্যায় মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।

মাথাভাঙায় বিজেপিকে আক্রমণ করে বিস্ফোরক মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের বিরোধী পরিসর সংকুচিত করে একদলীয় গণতন্ত্র চাইছে বিজেপি। মাথাভাঙার সভা থেকে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপির একটাই নীতি। ওয়ান নেশন, ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি।' মমতার দাবি, বিজেপির শাসন মানে আসলে এজেন্সিরাজ।

ভোটের মুখে, এমনকী নির্বাচনী আচরণ বিধি চালু হওয়ার পরও যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি সক্রিয়, তা সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় রাজনীতিতে নজিরবিহীন। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিরোধী নেতা ইডি, সিবিআই, আয়কর বিভাগের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজরে পড়ছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, সবটাই করা হচ্ছে বিরোধীদের দুর্বল করতে। সেই অভিযোগই তৃণমূল সুপ্রিমো করলেন। মমতা এদিন মাথাভাঙা থেকে বললেন, 'ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ভয় দেখাচ্ছে। বলছে বিজেপিতে যোগ না দিলে গ্রেপ্তার হতে হবে।'

নির্বাচনে বিরোধীদের লড়াই করার মতো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। শাসক ও বিরোধীদের লড়াই অসম। সেই অভিযোগই যেন শোনা গেল মমতার মুখে। তিনি বললেন, 'সিআইএসএফ, আয়কর, এনআইএ কীভাবে বিজেপির ইশারায় মানুষের উপর অত্যাচার করছে। মানুষকে হেনস্তা করছে। সেটা কখনওই শাসক বিরোধীকে সম লড়াইয়ের সুযোগ দিতে পারে না। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমার অনুরোধ, এই বিষয়টি দেখুন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্লোগান দিয়েছেন, 'আব কি বার ৪০০ পার।' বিজেপির জন্য ৩৭০ আসন, এবং এনডিএ জোটের জন্য ৪০০ আসনের টার্গেট দিয়েছেন মোদি। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, বিজেপি ৪০০ আসন চাইছে সংবিধান বদলে দিতে। জনা কয়েক বিজেপি নেতা সেটা প্রকাশ্যে মেনেও নিয়েছেন। কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধীরা এতদিন বলে আসছিলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনের পরই সংবিধান বদলে দেবে বিজেপি। আর গণতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না। নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। মমতার মুখেও যেন এদিন সেই অভিযোগই প্রতিধ্বনিত হল। মমতার স্পষ্ট ইঙ্গিত করলেন, বিজেপি চাইছে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন।

মতুয়া ভোট যাঁর, রানাঘাটে জয় তাঁর

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনী লড়াই কারও পক্ষেই সহজ নয়, এমনটাই বলছে প্রাক ভোট পরিস্থিতি। ২০০৯ এবং ২০১৪-তে এই কেন্দ্রে আধিপত্য ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। এরই মাঝে রানাঘাটে নিজেদের ভিত শক্ত করেছিল গেরুয়া শিবির। তার ফল বিজেপি পায় ২০১৯ সালে। প্রায় আড়াই লাখ ভোটার ব্যবধানে জয় পান বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। এদিকে বিগত কয়েক বছরে এই কেন্দ্রেই তৈরি হয়েছে বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। ফলে ২০১৯-এ বিরাট জয় পেলেও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মোটেই স্বস্তিতে নেই গেরুয়া শিবির। এদিকে, যাঁর হাত ধরে ২০১৯- এর নির্বাচনে বিরাট জয় পায় বিজেপি, সেই মুকুটমণি অধিকারী লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। এই মুকুটমণি ২০১৯ থেকে বিজেপি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি-সহ একাধিক খুঁটিনাটি কৌশল তাঁর অজানা নয়। এদিকে মতুয়া অধ্যুষিত রানাঘাটে এই মুকুটমণিকেই রানাঘাট থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। শুধু তাই নয়, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা ৭১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যে ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে নেয় বিজেপি, তাকেই এবার পাখির চোখ করেছে তৃণমূল।

কারণ, রানাঘাটে জিততে হলে বিজেপির মতুয়া ভোটব্যাংকে যে থাবা বসাতেই হবে তা বিলক্ষণ জানে ঘাসফুল শিবির। আর এই রণকৌশলের অন্যতম কাণ্ডারি মুকুটমণি অধিকারী। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ ও চাকদহের মতো বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৬ শতাংশ মতুয়া ভোটার রয়েছে। যাঁরা বিগত দিনের নির্বাচনে জয়ের অন্যতম নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে রানাঘাটে জয় ধরে রাখতে হলে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকে লড়তে হবে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর বিচক্ষণতার সঙ্গেও। এদিকে, আবার লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকর করে মতুয়া ভোট নিজেদের দিকে টানতে চাইছে বিজেপি। ফলে লড়াইটা মোটেই সহজ নয় রানাঘাটে।

ইতিহাস বলছে, আসন পুনর্বিন্যাসের পর ২০০৯ সালে গঠিত হয় এই লোকসভা। সাতটি বিধানসভা রয়েছে রানাঘাট লোকসভায়। এগুলি হল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, কৃষ্ণগঞ্জ এবং চাকদা। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন অনুসারে, এই কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা সাড়ে ১৭ লক্ষেরও বেশি। যার মধ্যে ১০ লক্ষ গ্রামীণ ভোটার। যার মধ্যে বড় অংশ রয়েছে মতুয়া ভোট। প্রায় ৩৬ শতাংশ। এর পাশাপাশি বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০১ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৬৫ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ, জৈন ০.০১ শতাংশ, মুসলিম ২৬.৭৬ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২৯.৯ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ২.৭ শতাংশ।

রানাঘাট লোকসভা তৈরির পরই ২০০৯ সালে তৃণমূলের টিকিটে জয় পান সুচারু রঞ্জন হালদার। সিপিএমের বাসুদেব বর্মণকে লক্ষাধিক ভোটে হারান তিনি। ২০১৪ সালে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে জেতেন তাপস মণ্ডল। সিপিএম প্রার্থী অর্চনা বিশ্বাসকে ২ লক্ষাধিক ভোটে হারান তিনি। তবে সে বছরই নজর কাড়ে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি। ৫ শতাংশ থেকে গিয়ে দাঁড়ায় ১৭.৩ শতাংশে। এরপর ২০১৯ সালে রাজ্য জুড়ে উঠেছিল গেরুয়া ঝড়। এই প্রবল বিজেপি হাওয়ায় রানাঘাটে মাথা নোয়ায় ঘাসফুল। তৃণমূলের রূপালি বিশ্বাসকে ২ লক্ষ ৩১ হাজারেরও বেশি ভোটে হারান বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। সেবার বিজেপি ভোট পেয়েছিল ৫৩.১ শতাংশ। তৃণমূলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩৭.০৫ শতাংশ।

-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

বিজেপিতে যোগ দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখপাত্র গৌরব বল্লভ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: বিজেপিতে যোগ দিলেন এআইসিসির সদ্য প্রাক্তন মুখপাত্র গৌরব বল্লভ। বৃহস্পতিবার কংগ্রসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি পাঠিয়ে প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। পরে বেল গড়াতেই বিজেপির সদর দপ্তরে গিয়ে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করলেন গৌরব। গৌরবের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অনিল শর্মাও।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে গৌরব লিখেছিলেন, 'কংগ্রেস দল আজ যে দিশাহীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না।' এর পরেই রাহুল গান্ধি-মল্লিকার্জুন খাড়গের দলের বিরুদ্ধে হিন্দুবিরোধী আচরণের অভিযোগ তোলেন গৌরব। লেখেন, 'আমি সনাতন ধর্মের বিরোধী স্লোগান তুলতে পারি না। দেশের সম্পদ সৃষ্টিকারীদের গালি দিতে পারি না। আমি কংগ্রেস পার্টির সমস্ত পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।'

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে তিনি বলেন, 'চিঠিতে আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা লিখেছি। যে ভাবে অযোধ্যায় ভগবান রামের মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পাওয়ার পরেও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছি এবং আশা করি ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আমার ক্ষমতা ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতে পারব।'

বাহিনী নিয়ে প্রথম দফাতেই মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফাতেই মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক করার জন্য নির্বাচন কমিশন আগে থেকেই বদ্ধপরিকর ছিল কিন্তু বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি কিন্তু অনেকটাই আলাদা। রাজ্যে এখন সব মিলিয়ে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। আগামী ১৯ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন হতে চলেছে। এই দফায় যদি প্রত্যেকটি বুথ বাহিনী দিতে হয় তাহলে বাহিনীর সংখ্যা হতে হবে ৩০০-র বেশি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফার নির্বাচনে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ভোট করতে চায় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এতে প্রত্যেকটি বুথে কিভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া যাবে সেটাই এখন প্রশ্নের মুখে। এখন প্রশ্ন উঠছে তাহলে বাকি বাহিনী কি রাজ্য পুলিশের হবে। তাহলে ফিরে আসবে না তো সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি?

রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের এক অধিকারিক জানান, এখনও কত বাহিনী আসবে বা আর বাহিনী প্রথম দফার নির্বাচনের আগে আসবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না।

ন্যায্য টাকার দাবিতে পথে নামলেন শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার দাসনগর ভারত জুট মিলে শ্রমিক বিক্ষোভ। বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও অভিযোগ নিয়ে জুটমিলের গেটের সামনে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। ওই মিলে কর্মরত শ্রমিক মলয় দাস জানান 'এই ভারত জুট মিলের বর্তমান মালিক অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করছে উৎপাদন নিয়ে। আগের যিনি মালিক ছিলেন সেই নিয়মেই উৎপাদন হচ্ছিল, তারপরেও বর্তমান মালিক অতিরিক্ত উৎপাদন নিয়ে চাপ দিতে থাকে, তাও শ্রমিকরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। যদিও কোনো কারণে উৎপাদন কম হলে সেই শ্রমিককে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা ৪ ঘন্টা হাজিরা থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। মূলত এই কারণে বুধবার বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে না। অবসর হয়ে যাবার পরেও পেনশন চালু করেনি, সঙ্গে গ্র্যাচুটি দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ে কথা বললে বর্তমান মালিক পক্ষ আগের মালিককে দেখিয়ে দেন। অভিযোগের এখানেই শেষ নয় শ্রমিকরা যে ইএসআই এর মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন সেই টাকাও মাঝেমধ্যে দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। তাই চিকিৎসা পরিষেবাও পাচ্ছেন না অনেক শ্রমিক। এই নিয়ে মিলের গেটের সামনে বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও অভিযোগ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন দাসনগর থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বচসা হয় শ্রমিকদের। প্রায় চারশোর বেশি শ্রমিক এই মিলে কাজ করে, তাদের খাবারের জন্য আগে ক্যান্টিন ছিল, সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই শ্রমিকেরা বুধবার তাদের বকেয়া টাকা সহ আবারও সেই ক্যান্টিন চালু করার দাবিও জানান।

আজ থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকে রাজ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ৫-১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়ের তিনটি কেন্দ্রে এই 'হোম ভোটিং' চলবে। ৮৫-র বেশি বয়সী প্রবীণেরা, অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি এবং পুলিশ, দমকল, রেলকর্মী প্রমুখ ১৮টি জরুরি পরিষেবার পেশার লোকজন এই সুযোগ পাবেন। রাজ্যে সিইও-র দপ্তর জানিয়েছে, কোচবিহারে ২২৯২ জন প্রবীণ, ৭৬১জন বিশেষভাবে সক্ষম এবং ১৬৯১ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী- মোট ৪৭৪৪জন এই সুযোগ পাবেন। আলিপুরদুয়ারে ১৯১১জন প্রবীণ, ৯৬২ জন বিশেষভাবে সক্ষম এবং ২৬৬ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী- মোট ৩১৩৯ জন এই সুযোগ পাবেন। জলপাইগুড়িতে ২৪৮৬ জন প্রবীণ, ১৩২৩ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম ও ৩০৫ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী- মোট ৪১১৪ জন এই সুযোগ পাবেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ব্যালটে এই ভোট হবে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ডিভিসি, দ্য ওয়ে ফরোয়ার্ড-এর জন্য সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত বিশেষ অধিবেশনে দেবেন্দ্র গোয়েল, চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অন ইন্ডাস্ট্রি, পাওয়ার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি, এমসিসিআই, এস সুরেশ কুমার, আইএএস, চেয়ারম্যান, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি),নমিত বাজোরিয়া, সভাপতি, এমসিসিআই এবং দীপক কুমার আগরওয়াল, সদস্য, এমসিসিআই।

মন্মথপুরে ভারত সেবাশ্রমের চিকিৎসা পরিষেবার সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রামের গরিব ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কাকদ্বীপ ব্লকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের কাছে চালু হল স্বামী প্রনবানন্দের নামে চিকিৎসা পরিষেবা। উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ।

দাবিমতো চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীর উপর হামলা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দাবি মতো চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠল হাওড়ার বাঁকড়ায়। ওই কাপড় ব্যবসায়ীর ওপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর চালানো হয় দোকানে। এই হামলা ও মারধরে ঘটনাতে আহত হয় দোকানের কর্মীরাও। অভিযোগের তীর বাঁকড়ার একটি ক্লাব সংগঠনের বিরুদ্ধে বলেই জানা যাচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত একহাজার টাকা নিয়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর আক্রান্ত ব্যবসায়ী শেখ সানোয়ার আলির থেকে এক হাজার টাকা দাবি করা হয়। ওই ব্যবসায়ী সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এরপর টাকা দেওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। হুমকিতেও কাজ না হওয়ায়, হামলার চলে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীর।

প্রার্থীতালিকায় বর্ণাঢ্য সায়রা হালিম শাহ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: শহুরে অভিজাত। বাবা, কাকা, শ্বশুর, স্বামী অত্যন্ত পরিচিত। আচরণ, ব্যক্তিত্বে নজরকাড়া। এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্যতম বর্ণাঢ্য প্রার্থী সায়রা হালিম শাহ।

সম্পর্কে সিপিএম-এর বহু পরিচিত মুখ, সমাজসেবী-চিকিৎসক ফুয়াদ হালিমের স্ত্রী, বলিউড অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শার ভাইঝি। বাবা ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। শ্বশুরমশাই ছিলেন বিধানসভার দীর্ঘকালের স্পিকার, আন্তর্জাতিক স্পিকার সংগঠনের কর্তা। কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূলের ওজনদার প্রার্থী মালা রায়ের বিরুদ্ধে বামেদের এবার 'তুরুপের তাস' এই সায়রা।

এমনিতে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন সায়রা। কিন্তু এখন প্রচারের চাপ সামলিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত প্রায় বারোটা। লাগাতার পরিশ্রমে এখন বিছানা ছাড়তে ছাড়তে ঘড়ির কাঁটা একটু এগিয়ে যাচ্ছে। সাড়ে সাতটা নাগাদ উঠে আবশ্যিক কিছু কাজ শেষে নটা নাগাদ প্রস্তুত। কমরেডরা আগেই তৈরি করে রাখছেন নির্ঘণ্ট।

সায়রা এই প্রতিবেদককে জানালেন, ঘণ্টা তিন প্রচারের পর বাড়ি। স্নান-খাওয়া, মুঠোফোনের পর্দায় জমে থাকা বার্তা এবং কিছু দৈনিকে চোখ বোলানো, সাংবাদিকদের প্রশ্ন, কমরেডদের খোঁজখবর, সেই অর্থে বিশ্রামের সময় কোথায়? এর পর সাড়ে চারটে নাগাদ আবার পথে। সন্ধ্যায় রোড শো, ডোর টু ডোর প্রচার। দিনে বোধ হয় ২৪ ঘন্টার জায়গায় ৪৮ ঘণ্টা হলে ভাল হত।

বঙ্গ রাজনীতিতে 'বহিরাগত' শব্দটা হালে খুব মাত্রা পেয়েছে। রাজনীতির আঙিনার অনেকেই বাঙালি-অবাঙালি বিতর্ক খুঁজতে ব্যস্ত। এই অবস্থায় বংশলতিকা যাই বলুক সায়রা নির্দ্বিধায় দাবি করতে পারেন, 'কলকাতাতে জন্মেছি। কলকাতার বউ আমি।' বাংলা কথায় অবাঙালি টান থাকলেও দাবি করতেই পারেন, 'আমি বাংলা বলতে পারি, লিখতে পারি, পড়তে পারি।'

মতামত জানতে চেয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করার পর এই প্রতিবেদক প্রাপ্তিস্বীকার পেয়েছেন সায়রার কাছে। যে সৌজন্যতা আজকাল মেলে খুব কম 'ব্যস্ত' মানুষের কাছে। সায়রার পড়াশোনা বিদেশে। দারুণ বাগ্মী। তাঁর ঝাঁঝালো কণ্ঠ কাত করতে পারে বিরোধীদেরও। ভাল লেখক। সায়রা নিজেও বলেছেন, 'আমি অ্যাক্টিভিস্ট পরিচয়টা পছন্দ করি, বাই ডিফল্ট

পলিটিসিয়ান'।

কিছুকাল আগে বিভিন্ন নির্বাচনে বাম প্রার্থীদের যখন জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাচ্ছে একের পর এক, বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে বামেরা প্রার্থী করে সায়রা শাহ হালিমকে।

নেটমাধ্যমেও জমে ওঠে উপনির্বাচনের লড়াই। একটি ভিডিয়োবার্তায় নাসিরুদ্দিন শাহ বলেন, 'বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছে বিষয়টি খুব স্পষ্ট, তাঁরা কাকে বেছে নেবেন। যিনি মানুষের হয়ে কাজ করবেন এমন এক জনকে, নাকি রং বদলানো সুযোগসন্ধানী, সমাজে বিদ্বেষ ছড়ায় এমন কাউকে।' এ নিয়ে পাল্টা কথা শোনাতে ছাড়েননি তৃণমূলের তারকা প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়। লড়ে হারলেও বিপুল ভোট টেনে নিয়েছিলেন সায়রা। দুই ওয়ার্ডে লিড পেয়ে চমক দেখান। হয়ে ওঠেন বামেদের নতুন অক্সিজেন।

কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে এ হেন সায়রার চেয়ে ভাল প্রার্থী আর কে-ই বা হতে পারেন? কসবা, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ এই সাত বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বাম প্রার্থী ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ঝুলিতে পড়ে মাত্র ১১.৬৩ শতাংশ ভোট। তুলনায় ঢের বেশি ভোট পান তৃণমূল ও বিজেপি-র দুই প্রার্থী।

এবার কী হবে? সায়রা বললেন, 'অনেক দায়িত্ব। পরিশ্রম করছি। চিন্তাভাবনা করছি। মানুষ পাশে আছে। তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। আশা দিচ্ছেন, ভরসা দিচ্ছেন। দক্ষিণ কলকাতার মানুষ চান পরিবর্তন। তাঁরা শান্তি চান। অবশ্যই আমি আশাবাদী।'কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট সপ্তম পর্যায়ে, আগামী ১ জুন।

মতুয়া ভোট যাঁর, রানাঘাটে জয় তাঁর

প্রথম পাতার পর...

বিধানসভার নিরিখে নবদ্বীপ বাদে বাকি ৬ বিধানসভাতেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। এরপর এই জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও। নবদ্বীপ বাদে সব আসনেই জেতে তাঁরা। যদিও পরে উপনির্বাচনে শান্তিপুর আসনে জয় পায় তৃণমূল। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জগন্নাথ সরকারকেই এবারও প্রার্থী করেছে বিজেপি। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। মুকুটমণি রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে ২০২১ সালের বিধানসভায় ভোটে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন। তবে বিজেপি ২০২৪-এর লোকসভায় তাঁকে প্রার্থী না করায় ক্ষুব্ধ মুকুটমণি জার্সি বদলে এখন তৃণমূলে। তাই রানাঘাট লোকসভায় এবার কী ফল হয় সেদিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০১৯-এর নির্বাচনে জয় পেলেও জগন্নাথের নির্বাচনী লড়াই এবার মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। কারণ, কখনও তাঁর নাম জড়িয়েছে কৃষ্ণগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস খুনে, কখনও সমাজমাধ্যমে কুৎসা-এইসব মিলিয়ে গত কয়েক বছরে নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয়েছে বিজেপি সাংসদকে। তাঁর বিরুদ্ধে সাংসদ এলাকায় পোস্টার, বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতিবাদের ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার। এর মাঝে ২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও অংশ নেন তিনি। তবে জিতেও বিধায়ক পদ ছেড়ে দেন জগন্নাথ। ২০২৪-এর নির্বাচনের ফল নিয়েও আশাবাদী বিজেপি প্রার্থী। এদিকে ২০২৪-এ হাত গুটিয়ে বসে নেই বামেরাও। তাঁদেরও লক্ষ্য মতুয়া ভোট। গত ৩০ মার্চ চাকদহের একটি মতুয়া সম্মেলনে যোগ দিতে দেখা যায় রানাঘাটের সিপিএম প্রার্থী অলোকেশ দাসকে। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি মতুয়া আন্দোলনকে কী ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে প্রসঙ্গে বক্তব্যও রাখতে দেখা যায় তাঁকে। আর এই ঘটনার পরই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নয়া এক চর্চা। কারণ, এতকাল মতুয়া মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখতে দেখা গেছে তৃণমূল ও বিজেপি নেতাদের। ডঙ্কা, কাঁসর নিয়ে রাস্তায় নামতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের। তবে এই ধরনের কর্মসূচি থেকে যে সিপিএম বিরত ছিল, তাঁরাও এবার হাঁটা শুরু করলেন সেই একই পথে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Das S/o. Sisir Kumar Das ও Swapan Kr. Das S/o. Shishir Kr. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/১৯ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২২৮১ নং এফিডেভিট বলে Sushanta Das S/o. Lalmohan Das ও Susanta Das S/o. Late Lalmohan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সংশোধনী

গত ০৪/০৪/২০২৪ তারিখে একদিন পত্রিকায় ২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি যাহা জেলা হুগলী সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান) অতিরিক্ত আদালত, চুঁচুড়া, ২০০০ সালের ১নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা, গঙ্গা পাল দীং বনাম শিব প্রসাদ পাল দীং বিজ্ঞপ্তীটিতে ৮ নং বিবাদী নাম দিজ্ঞপ্তি দাস এর পরিবর্তে দিপ্তি দাস পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

নাম-পদবী

আমি Prosenjit Biswas, পিতা সুনীল বিশ্বাস, সাং ও পোঃ উলাশি, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম Prasenjit Biswas, পিতা অরবিন্দু বিশ্বাস ও ঠিকানায় উলাসি-এর স্থলে শিলবাড়িয়া হইয়াছে। ৬.১১.২০২৩ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Prosenjit Biswas, পিতা সুনীল বিশ্বাস ও Prasenjit Biswas, পিতা অরবিন্দু বিশ্বাস একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change Of Name

I, **Neelam Pandey** W/O Ajit Kumar Pandey, R/O 11/19 R.B.C. Road, PO & PS Rishra, Dist. – Hooghly, Pin 712248, Shall henceforth be known as Nilam Pandey as declare before the Notary Public Serampore Court, Dist Hooghly W.B. Vide Affidavit no 287 Dated 11/04/2024. **Neelam Pandey** and **Nilam Pandey** both are the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ২৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৩১৭ নং এফিডেভিট বলে Asis Sinha S/o. Durga Prasad Sinha ও Asis Singha S/o. Durga Prosad Singha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার নামা

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র ঘোষ, সাং – গ্রাঃ+পোঃ- মালিয়া, থানা - হারিপাল, জেলা – হুগলী, বিগত ইং ০৪/০৫/২০২১ তারিখে হারিপাল সাবরেজিস্ট্রার অফিস ০৬০৭ নং বাহির ১৪৭৯ নং আমমোক্তার দলিল মুলে বলাই চন্দ্র ঘোষ, পিতা কালিপদ ঘোষ মহাশয় এর ওয়ারিশগণ যথাক্রমে শ্রীমতী প্রতীমা ঘোষ, শ্রীমতী তনুশ্রী পান ও শ্রীমতী মিনতী পন্ডিত বড় ভাই শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশিল: জেলা - হুগলী, মৌজা - মালিয়া, জে. এল নং ১২৩, L. R খতিয়ান নং ৪৯০ ও L.R দাগ নং ৩০৪ (তিন শত চার) ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ২.৭৮ শতক।এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে আমার মক্কেল শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র ঘোষ, সাং – গ্রাঃ+পোঃ- মালিয়া, থানা - হারিপাল, জেলা – হুগলী-কে জানাইতে হইবে।

ইতি
Mir Md Kalimuddin
Advocate
Judges' Court,
Chinsurah Hooghly, 04.04.2024

নাম-পদবী

আমার LICI Policy (No. 427977066)-তে আমার নাম Ajmira Khatun, সাং- গ্রাম + পোঃ- পুরন্দরপুর, থানা- কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ। গত ২১-০২-২০২৪ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম. (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Ajmira Khatun এবং Alo Bibi (D.O.B- 01-01-1978) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতি শান্তি পাল, স্বামী শ্রী পলাশ পাল, সাং - গোপিনগর, পো: খামারচন্ডি থানা - হারিপাল, জেলা – হুগলী, বিগত ইং ০৪/০৮/২০২১ তারিখে হারিপাল সাবরেজিস্ট্রার অফিস ০১ নং বাহির ২২৯৫ নং আমমোক্তার দলিল মুলে **রতন পাল মহাশয় এর ওয়ারিশগণ** আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশিল: জেলা - হুগলী, মৌজা গোপীনগর, জে. এল নং ৭৩, L. R খতিয়ান নং ৭০৪, R.S ও L.R দাগ নং ১৮০ (এক শত আশি) ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ১২.৫৮৫ শতক বা ৭.৬১৪ কাঠা। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে আমার মক্কেল **শ্রীমতী শুক্লা কর্মকার,** স্বামী শ্রী প্রভাত কর্মকার, সাং তেঘরী, পোস্ট - সন্তোষপুর, থানা তারকেশ্বর, জেলা -হুগলী কে জানাইতে হইবে।

ইতি
Mir Md Kalimuddin
Advocate
Judges' Court,
Chinsurah Hooghly, 04.04.2024

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অরবিন্দ দেবাংশী পিতা- সঞ্জয় দেবাংশী সাকিম + পোঃ- ভ্রমোরকোল, থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম গত ইং ১২/০৩/২০২৪ তারিখ ২৬৮৫ নং কোবলা দলিল মূলে নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন এবং উক্ত দলিল মূলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বি. এল. এন্ড এল. আর. ও, সাঁইথিয়া, বীরভূম অফিসে রেকর্ড ভূক্ত করিতে চাহেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু দ্বারা নিজ বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলের নাম নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি বরাবর রেকর্ড ভূক্ত হইয়া যাইবে।

তপশীল

জেলা- বীরভূম, থানা- সাঁইথিয়া, চৌকি ও সাব রেজিষ্টারী সিউড়ী, মৌজা- আহম্মদপুর, জে. এল. নং- ১৫৪, হাল খতিয়ান নং-৩৮৯৫ ভূক্ত। এল. আর. দাগ নং - ১২৫৪ একহাজার দুইশত চুয়ান্ন শ্রেণী বাস্তু ১৲ ষোল আনায় ০৫ শতক মধ্যে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান ০.১১ শূন্য দশমিক এক এক শতক।
জেলা- বীরভূম, থানা-সাঁইথিয়া, চৌকি ও সাব রেজিষ্টারী সিউড়ী, মৌজা- আহম্মদপুর, জে. এল. নং- ১৫৪, হাল খতিয়ান নং- ২০৯২ ভূক্ত। এল. আর. দাগ নং-১২৫৫ একহাজার দুইশত পঞ্চান্ন শ্রেণী বাস্তু ১৲ ষোল আনায় ০৬ শতক মধ্যে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান ০.৯১ শূন্য দশমিক নয় এক শতক। এল. আর. দাগ নং- ১২৫৬ একহাজার দুইশত ছাপান্ন শ্রেণী ভিটি ১৲ ষোল আনায় ০৬ শতক মধ্যে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান ০.৯৯ শূন্য দশমিক নয়।

Rajib Majumdar
(Advocate)
Dist. Judges Court
Suri, Birbhum

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সব্যসাচী পাল পিতা ধীরেন্দ্রনাথ পাল সাকিম ভগবতীপুর, পোঃ আমোদপুর, থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম গত ইং ১২/০৩/২০২৪ তারিখ ২৭১২ নং কোবলা দলিল মূলে নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন এবং উক্ত দলিল মূলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বি. এল. এন্ড এল. আর. ও, সাঁইথিয়া, বীরভূম অফিসে রেকর্ড ভূক্ত করিতে চাহেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু দ্বারা নিজ বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলের নাম নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি বরাবর রেকর্ড ভূক্ত হইয়া যাইবে।

তপশীল

জেলা- বীরভূম, থানা- সাঁইথিয়া, চৌকি ও সাব রেজিষ্টারী সিউড়ী, মৌজা- আহম্মদপুর, জে. এল. নং ১৫৪, হাল খতিয়ান নং-২০৯২ ভূক্ত। এল. আর. দাগ নং-১২৫৫ একহাজার দুইশত পঞ্চান্ন শ্রেণী বাস্তু বর্তমানে ভিটি ১৲ ষোল আনায় পরিমান ০৬ শতক মধ্যে রকম ০.৮৩৩৩ অংশে পরিমান ০৫ শতক তন্মধ্যে বিক্রীত পরিমান ১.৪০ এক দশমিক চার শূন্য-শতক। এল. আর. দাগ নং- ১২৫৬ একহাজার দুইশত ছাপান্ন শ্রেণী ভিটি ১৲ ষোল আনায় পরিমান ০৬ শতক মধ্যে রকম ০.৫০০০ অংশে পরিমান ০৩ শতক তন্মধ্যে বিক্রীত পরিমান ১.২০ এক দশমিক দুই শূন্য শতক।

Rajib Majumdar
(Advocate)
Dist. Judges Court
Suri, Birbhum

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল কৌশিক রায় পিতা রবীন্দ্রনাথ রায় সাকিম আমোদপুর, পোঃ- আমোদপুর, থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম গত ইং ১২/০৩/২০২৪ তারিখ ২৭১৪ নং কোবলা দলিল মূলে নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন এবং উক্ত দলিল মূলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বি. এল. এন্ড এল. আর. ও, সাঁইথিয়া, বীরভূম অফিসে রেকর্ড ভূক্ত করিতে চাহেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু দ্বারা নিজ বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলের নাম নিম্ন তপশীল ভূক্ত সম্পত্তি বরাবর রেকর্ড ভূক্ত হইয়া যাইবে।

তপশীল

জেলা-বীরভূম, থানা- সাঁইথিয়া, চৌকি ও সাব রেজিষ্টারী সিউড়ী, মৌজা- আহম্মদপুর, জে. এল. নং ১৫৪, হাল খতিয়ান নং- ২০৯২ ভূক্ত। এল. আর. দাগ নং- ১২৫৫ একহাজার দুইশত পঞ্চান্ন শ্রেণী বাস্তু বর্তমানে ভিটি ১৲ ষোল আনায় পরিমান ০৬ শতক মধ্যে রকম ০.৮৩৩৩ অংশে পরিমান ০৫ শতক তন্মধ্যে বিক্রীত পরিমান ২.১০ দুই দশমিক এক শূন্য শতক। এল. আর. দাগ নং-১২৫৬ একহাজার দুইশত ছাপান্ন শ্রেণী ভিটি ১৲ যোল আনায় পরিমান ০৬ শতক মধ্যে রকম ০.৫০০০ অংশে পরিমান ০৩ শতক তন্মধ্যে বিক্রীত পরিমান ০.৯০ শূন্য দশমিক নয় শূন্য শতক।

Rajib Majumdar
(Advocate)
Dist. Judges Court
Suri, Birbhum

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ই এপ্রিল। ২২এ চৈত্র। শুক্রবার, একাদশী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহুর মহাদশা, বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সতর্কতা অবলম্বন। সন্তানের বিদ্যালয়ে, কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনাতে-আপনার অংশগ্রহণে বিতর্ক-বিবাদ। বাণিজ্য বৃদ্ধি। বিশেষত যন্ত্রাংশ ব্যাবসায়ীদের। যারা বেতনভুক্ত কর্মী, প্রশাসনিক কর্মী, তাদেরও শুভ সৌভাগ্য। মন্ত্রঃ গণেশ ভগবান স্ত্রোত্র পাঠ।

বৃষ রাশি : অস্থিরতা থাকলেও বিত্ত প্রাপ্তি। দোকান ব্যবসায়ী, মাছ ব্যাবসায়ী, স্বর্ণ রৌপ্য ব্যাবসায়ীদের সুযোগবৃদ্ধি। নতুন সংযোগ। এক সন্তানের কারনে প্রতিবেশী সহ বিবাদ-বিতর্ক। বৃক্ষ রোপন, ছাদে ফ্ল্যাটে এ নিয়ে বিতর্ক। গণেশ শঙ্কট ভগবান স্ত্রোত্রম পাঠ।

মিথুন রাশি : বিবাহ-এবং বিবাহীত জীবনে দাম্পত্য প্রেম বিষয়ে, কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারনে-দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা বিভ্রান্তি। সন্তানের বিদ্যা বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য ইলেকট্রিক্স দ্রব্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ।

কর্কট রাশি : স্বপ্ন পূরনের দিন। দোকান ব্যাবসায়ীদের অর্থ-চিত্ত প্রাপ্তি। লেখক, সাংবাদিকদের শুভ। কর্মচারীদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মানপ্রাপ্তি। পরিবারে ভ্রাতা-ভগ্নির সাথে মনোমালিন্য সিটে শান্তির বাতাবরণ। দাম্পত্য জীবনে একটু কালো মেঘ থাকবে, সন্ধ্যার পর খুশী। মন্ত্রঃ গুরুমন্ত্র পাঠ।

সিংহ রাশি : আলোচনার দ্বারা জটিল সমস্যার মুক্তির সম্ভাবনা। আইনের পথে না গিয়ে যে শত্রুতা চারন করছে-তার কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তির চেষ্টা শুভ। বাণিজ্য একপ্রকার। কৃষিজমি-বাস্তুতে সমস্যা বৃদ্ধি। কোন বহিরাগত অনাত্মিয়ের বুদ্ধির অশুভ কারনে। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : সতর্ক থাকা ভাল। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত। অর্থ নৈতিক টানাটানি চলবে, ধৈর্য্য ধরলে সুফল প্রাপ্তি। জীবনকে আনন্দ রূপ নদীতে স্নান করানোর জন্যে প্রয়োজন-দেবতার আশীব্বাদ। বান্ধব দ্বারা শুভ বুদ্ধির সহায়তী। বিদ্যীর্থীদের শুভ সৌভাগ্য। প্রেমে বাধা। উপায়- বটবৃক্ষের নীচে প্রদীপ প্রজ্বলন।

তুলা রাশি : বিতর্ক হবেনা, দুঃশ্চিন্তা নেই। কিন্তু এভাবে সবার মাঝে স্পষ্ট বাক্য রূঢ় বাক্য বলা কি ঠিক? মন থেকে আপনজন মেনে নিয়ে, তার সাথে আত্মিয়ের মতো ব্যবহারে দুঃখ দুঃশ্চিন্তা। সন্ধ্যার পর এক বান্ধবের সু-পরামর্শে সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : নববিবাহীতের পরিবারে দুঃশ্চিন্তার কালো মেঘ। যে বান্ধবকে আপন ভেবে মনের কথা বলছেন-তিনি কি আপনার সত্যিকারের আপন জন? হওয়ার পথে। উপায়-দিনে একবার আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

ধনু রাশি : সন্তানকে কেন্দ্র করে পরিবারে জটিলতা। রূঢ় বাক্য প্রয়োগের জন্যে কাজটা আটকে যাবে। দাম্পত্য সুখে তৃতীয়ব্যক্তির কারনে বিবাদ-চিন্তা। মানষিক নৈরাশ্য-হতাশা-বৃদ্ধি হবে। প্রবীন নাগরিকদের কোন সুযোগ হাতের বাইরে যাবে। নেশা দ্রব্যে ক্ষতির কারন। মা মঙ্গলচন্ডির স্তব পাঠে শুভ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা বৃদ্ধি হবে। মনমধ্যে আনন্দের বাতাবরণ-যেন সর্বদা এক নিরানন্দভাব। গুরুমন্ত্রনা জপ করা, মহামন্ত্র মানষিক পূজা না দেওয়া পাপ। সন্তানের দেওয়া উপহারে জটিলতা। নিমন্ত্রিত হয়ে সমালোচিত হওয়া, মানষিক কষ্ট। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠে শুভ।

কুম্ভ রাশি : ভবিষ্যতের কথা ভেবে-সম্পর্কে ইতিটানা উচিত। ডিভোর্স বিষয়ে যে আইনত জটিলতা দেখা দিয়েছে-মুক্তির পথের কষ্ট। আজ সন্ধ্যার পর পরিবারে কোন সুখবর প্রাপ্তি। চন্ডিপাঠে দেবী দুর্গামা প্রসন্ন হবেন।

মীন রাশি : সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে। গুপ্ত শত্রু যেন আপনার বান্ধব না হয়। পরিবারে ভ্রাতা-ভাগ্নি সম্পর্ক জটিলতা। সম্প্রতি সম্পর্কিত কোন বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি যোগ।

(আজ কমলাদেবী আবির্ভাব। ভারতীয় নৌ দিবস। পাপমোচনী একাদশী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১, ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মাঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ এপ্রিল ২০২৪ ২২ চৈত্র ১৪৩০ শুক্রবার

সন্দেশখালির মহিলাদের একটা অভিযোগও সত্যি হলে তা লজ্জার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কতগুলি এফআইআর হয়েছে ও চার্জশিট পেশ হয়েছে, তা এবার জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যকে মুখবন্ধ খামে ওই সব নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বলেন, 'আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের কাছে মহিলারা যে অভিযোগ এনেছেন, তার একটাও যদি সত্যি হয়, তাহলেও তা লজ্জার।' এদিকে 'ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো' রিপোর্টে এ রাজ্যকে মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত বলে দাবি করা হয়েছে। তবে সন্দেশখালির ঘটনায় যে এ নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেল বৃহস্পতিবার মনে করিয়ে দেয় হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, আদালতের অনুমতি নিয়ে আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল সন্দেশখালিতে যান। সেখানে তিনি স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথাও বলেন। এরপর এই কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করেল হলফনামাও জমা দেন আদালতে। বৃহস্পতিবার এই হলফনামা আদালত কক্ষে পড়ে শোনানোর পরই প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমকে এমনই মন্তব্য করতে শোনা যায়।

এদিন আদালতে আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল জানান, 'জমিকে কেন্দ্র করে সবকিছু হয়েছে। পুলিশও যুক্ত। একটাও

পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির

হলফনামা মিথ্যে হলে, সব ছেড়ে দেব। আমার কাছে যারা এসেছিল, তাদের প্রত্যেকের চোখে জল ছিল।' এরপরই আইনীজীবী টিব্রেওয়াল প্রশ্ন করেন, 'কত বছর লাগবে এদের বিচার দিতে?' পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, শুধু সন্দেশখালি নয়, মিনাখাঁতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। জমি নিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করায় ধর্ষণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি চান, জমি দুর্নীতি রুখতে কমিশন বসানো হোক।

প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল সওয়াল করার সময় শাহজাহান শেখের আইনজীবী বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদ করলে তাঁকে কার্যত ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'আপনি নিজের অন্ধকার দূর করুন, তারপর কথা বলবেন। এখন কোনও কথা বলবেন না। একটা হলফনামাও সত্যি হলে, তা লজ্জার। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টে সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ। আর এখানে দেওয়া একটি অভিযোগও সত্যি হলে সেই রিপোর্ট মিথ্যে।' এদিকে, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন, জনস্বার্থ মামলায় অভিযুক্ত কীভাবে শুনানিতে অংশ নেন।

তবে এজি কিশোর দত্ত দাবি করেন, সন্দেশখালিতে মহিলারা থাকতে পারেন না, এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁর দাবি, দুটো অভিযোগ নেওয়া হলে ২ হাজার অভিযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হবে না। সঙ্গে এও বলেন, সন্দেশখালিতে যাওয়ার সময় ইডি পুলিশকে কিছু না জানালেও, পুলিশই নিরাপত্তা দিয়েছিল।

ওয়াটগঞ্জে মহিলা খুনে গ্রেপ্তার মৃতার ভাসুর

কেন খুন, উত্তর খুঁজছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার ওয়াটগঞ্জে মহিলার টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়েছিল। দেহ উদ্ধারের ৪৮ ঘণ্টা পর মৃতার ভাসুর নীলাঞ্জন সরখেলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৪৫ নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও তাঁর স্বামীর এখনও হদিস পায়নি কলকাতা পুলিশ। টাকা নিয়ে গোলমালের জেরেই কি এই খুন, না কি এর নেপথ্যে রয়েছে আরও গভীর কোনও রহস্য, এখন সেই উত্তর খুঁজছে লালবাজার।

গত ২ এপ্রিল ওয়াটগঞ্জের একটি পরিত্যক্ত এলাকায় তিনটে কালো প্লাস্টিক ব্যাগে মহিলার দেহাংশ উদ্ধার হয়। ওই টুকরো দেহ কার, সেটা জানতেই অনেক সময় চলে যায়। আশপাশের এলাকায় খোঁজ চালানো হয়, নিখোঁজের তালিকাও খতিয়ে দেখে পুলিশ। দেহ উদ্ধারের একদিন পর ৩ এপ্রিল মহিলার দেহ শনাক্ত হয়। জানা যায়, মহিলার নাম দুর্গা সরখেল। বন্দর এলাকার বাসিন্দা। তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন বলে জানতে পারে পুলিশ। দুর্গার দেহ শনাক্ত করেন তাঁর বাড়ির লোকেরাই। ২০০৭ সালে পশ্চিম বন্দর এলাকার বাসিন্দা ধোনি সরখেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দুর্গার বাড়িতে স্বামী ছাড়াও রয়েছেন শাশুড়ি, দেওর এবং ননদ। মৃতার ছেলেও আছে।

তদন্তে অনুমান, দুর্গার মৃত্যু হয়েছিল তাঁর দেহ উদ্ধারের অন্তত ১০ ঘণ্টা আগে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, দুর্গার গলায় ধারালো অস্ত্রের কাটা দাগ রয়েছে। এই ঘটনার পরই দুর্গার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এই খুনের ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তারও তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্গার দেওর নীলাঞ্জনকে রাতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে জেরাও করেছে পুলিশ। সেই তদন্ত চলাকালীনই দুর্গার ভাসুরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মৃতার স্বামী মাদকাসক্ত বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হয়।

রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ফের কোমর বেঁধে নামল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ফের জোরদার তদন্তে ইডি। ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে কত কোটির দুর্নীতি হয়েছে এবার সেটাই জানতে চায় কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। এই প্রসঙ্গে ২০১৮ ছথেকে ২০২৪ পর্যন্ত খাদ্য দপ্তর থেকে বাতিল রেশন কার্ডের তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে, এমনটাই খবর ইডি সূত্রে। কারণ, বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে কত রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে, তা এই মামলায় তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলেই জানাচ্ছেন ইডির আধিকারিকেরা। জানা যাচ্ছে, এই প্রথম বাতিল রেশন

কার্ড নিয়ে তথ্য চাইল ইডি। আর এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়ে উঠবে বলেও দাবি করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে।এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, ইডি-র তরফ থেকে এ ব্যাপারে খাদ্য দফতরে চিঠি পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই তবে এখনও পর্যন্ত খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে কোনও উত্তর মেলেনি।

রেশন দুর্নীতেতবিরোধীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, বায়োমেট্রিক চালু হওয়ার পর বাতিল রেশন কার্ড দিয়েও রেশনের খাদ্যসামগ্রী তোলা হয়েছিল। আর সেই খাদ্যসামগ্রী তুলে চড়া দামে তা বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর এখানেই ইডির প্রশ্ন, এরকম কত ভুয়ো রেশন কার্ড হোল্ডার ছিলেন। এই সংখ্যাটা যদি জানাতে পারে খাদ্য দপ্তর, তাহলে কত রেশন সামগ্রী বেনিয়মে তোলা হয়েছিল, তা বোঝা যাবে।

সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই দপ্তরে হাজিরা তৃণমূল বুথ সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে তলব করল সিবিআই। সন্দেশখালিতে রেশন দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে শেখ শাহজাহানের বাড়ির সামনে আক্রান্ত হতে হয়েছিল ইডি আধিকারিকদের। সূত্রে খবর, এবার এই ঘটনায় হাটগাছি ৬৪ নম্বর বুথের সভাপতিকে তলব করল সিবিআই। এরই পাশাপাশি হাটগাছি এলাকার আরও এক তৃণমূল কর্মীকে তলব করা হয়েছে সিবিআইয়ের তরফ থেকে। আর এই তলব পেয়ে বৃহস্পতিবারই নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে আসেন বুথ সভাপতি আকবর মোল্লা এবং তৃণমূল কর্মী আব্দুল মতিন শেখ।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির এই ঘটনায় বুধবার ১৩ জনকে তলব করা হয়েছিল। তবে এঁদের মধ্যে পাঁচ জন নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন। সূত্রের খবর, বেশ কয়েকদিন আগেই তাঁদের নোটিস দিয়ে কলকাতায় সিবিআই দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজনকে বুধবার আর বাকিদের বৃহস্পতিবার হাজিরার কথা বলা হয়। সেই মতোই হাটগাছির বুথ সভাপতি ও তৃণমূল কর্মীকে বৃহস্পতিবার সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন।

প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। শাহজাহানের বাড়ির দরজার তালা ভাঙার সময়েই তাঁদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। শয়ে শয়ে গ্রামবাসী লাঠি, বাঁশ, লোহার রড নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ২ ইডি আধিকারিকের মাথা ফেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হন তাঁরা। এদিকে সিআরপিএফ জওয়ানদেরও এমনভাবে তাড়া করা হয়, যে কলাবাগান নিয়ে দৌড়ে কোনওমতে স্থানীয় একটি পুলিশ ফাঁড়িতে আশ্রয় নেন তাঁরাও। ঘটনায় ইডি-র দিল্লির সদর দপ্তর থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়।

বেলা বাড়তেই চড়া রোদ। গরম থেকে নিস্তার পেতে মুখে জলের ঝাপটা। ছবি: অদিতি সাহা

কবরস্থান উন্নয়নে লাগানো ব্যানার চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগর নয়াবাজার কবরস্থান অতি প্রাচীন। এই কবরস্থান উন্নয়নে সাংসদ অর্জুন সিং তাঁর সাংসদ তহবিলের ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। কবরস্থান উন্নয়নে সাংসদের বরাদ্দকৃত কাজের একটি ব্যানার লাগানো হয়েছিল ওই কবরস্থান প্রবেশ পথের দেওয়ালে। অভিযোগ, বুধবার রাতে কে বা কারা ব্যানারটি চুরি করে নিয়েছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ নয়াবাজার কবরস্থান কমিটির সদস্যরা। কবরস্থান কমিটির সদস্য বদ্রুউদ্দিন জানান, সাংসদ তহবিলের অর্থে কবরস্থান উন্নয়নের কাজ চলছে। কবরস্থান উন্নয়নে সাংসদের বরাদ্দকৃত কাজের একটি ব্যানার লাগানো হয়েছিল। কিন্তু এদিন সকালে দেখা গেল ব্যানারটি উধাও। তাঁর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কেউ ব্যানারটি চুরি করেছে। কবরস্থান কমিটির দাবি, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ব্যানার চুরির ঘটনার তদন্ত করা উচিত।

বেআইনি নির্মাণ রুখতে, নজরদরিতে কলকাতা পুরসভায় ফিরছে 'গার্ড' প্রথা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভায় ফের ফিরছে অবলুপ্ত 'গার্ড' প্রথা। তবে এবার আর সরকারি ব্যবস্থাপনায় নয়, বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রথা চালু করা হবে। বেআইনি নির্মাণে রাশ টানতেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভায় এক সময়ে নিয়ম ছিল, কেউ বাড়ি বা আবাসন নির্মাণের জন্য প্ল্যান অনুমোদন করালে সেক্ষেত্রে বিল্ডিং বিভাগের তরফে গার্ড নিয়োগ করা হতো। এঁদের কাজ ছিল, অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যানকে ফাঁকি দিয়ে কোনও বেআইনি কাজ হচ্ছে কি না তার ওপর নজরদারি করা। গত ২০ বছরেরও বেশি সময় এই নিয়ম আর কার্যকর হয়নি। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা আটাকাতে আমরা বিভিন্ন নির্মাণ ক্ষেত্রে গার্ড রাখব। আগে যাঁরা গার্ডের চাকরি করতেন, তাঁরা সকলে অবসর নিয়েছেন। এবার বেসরকারি সংস্থা গার্ডের ব্যবস্থা করবে। বাড়ির মালিক বা আবাসন নির্মাতাকে গার্ডের খরচ দিতে হবে। ট্যাক্সের বিলে সেই খরচ যুক্ত হবে। পুরসভা বেসরকারি সংস্থাকে তার পাওনা মিটিয়ে দেবে।'

এরই পাশাপাশি মেয়র ফিরহাদ হাকিম এও জানান, শুধু অনুমোদিত বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে নয়, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের যে বেআইনি নির্মাণের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রেও একই ভাবে গার্ড নিয়োগ করা হবে। কারণ, বেআইনি অংশে প্রোমোটার বা ডেভলপারদের তাড়াহুড়ো করে লোক ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। পরে সেই সব জায়গা থেকে আবাসিকদের বের করে দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় পুরসভাকে।

মেয়র ফিরহাদ হাকিম বেআইনি নির্মাণ সম্পর্কে এও জানান, বেআইনি নির্মাণের বিষয়ে কলকাতা পুরসভা খ্যাতনামা আইনজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটি প্রস্তাব পাঠালে তা পুরসভার আইন বিভাগে পাঠানো হবে। এরপরে সেই প্রস্তাব বিবেচনা করে তা পাঠানো হবে রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেলে ওই প্রস্তাবকে আইন হিসেবে কার্যকর করবে পুরসভা।

এরই রেশ ধরে মেয়র হুঁশিয়ারির সুরে এও জানান, পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা যদি কোথাও বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হন, সে ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার হেড অফিস থেকে 'ডিমোলিশন স্কোয়াড' পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওই বেআইনি অংশ ভেঙে দেবে। এই কাজের জন্য কয়েকটি ডিমোলিশন স্কোয়াড কলকাতা পুরসভার সদর কার্যালয়ে প্রস্তুত থাকবে। এদিকে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক ধরে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ডিমোলিশন স্কোয়াডকে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকী, গত দেড় বছরে কলকাতা পুরসভা ওই ডিমোলিশন স্কোয়াড ব্যবহার করে ৮০০-র বেশি বেআইনি নির্মাণ ভেঙেছে।

একই ফ্ল্যাট চার বার রেজিস্ট্রি করে চারটি ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকার ঋণ!

প্রতারণা কাণ্ডে গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে সাইবার থেকে শুরু করে আধার, ভোটার, ব্যাঙ্কিং প্রতারণা নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ। এবার সেই তালিকায় যোগ হল ফ্ল্যাটও। অভিযোগ, একটি ফ্ল্যাট চারটি পৃথক নামে চার বার রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। আর তা দেখিয়ে চারটি আলাদা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছে মোটা টাকা ঋণ। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে হরিদেবপুরে।

শেষ পর্যন্ত একটি আর্থিক সংস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে ঠাকুরপুকুর এলাকা থেকে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঋণদানকারী একটি সংস্থা থেকে হরিদেবপুর এলাকায় একটি ফ্ল্যাট-সহ পুরো তিন তলা কেনার জন্য ৬২ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করেন প্রতারকরা। তা মঞ্জুরও হয়। গত বছর জুন মাসে ঋণ হিসেবে বিল্ডিংয়ের নির্মাণ সংস্থার নামে প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা চেক মারফত ট্রান্সফার হয়। এই ঘটনায় হরিদেবপুর পুলিশ সূত্রে খবর, সর্বশেষ যে সংস্থার নামে ঋণ নেওয়া হয়, সেই সংস্থার কর্তারা জানতে পারেন ওই একই ফ্ল্যাট অন্য একজনের নামে রেজিস্ট্রি হয়েছিল। সে জন্য অন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণও নেওয়া হয়। ঘটনাটি জানার পরে ওই সংস্থার আধিকারিকেরা হরিদেবপুর থানার অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই ফ্ল্যাটটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারবার রেজিস্ট্রি হয়েছে এবং প্রতিবার কোনও না কোনও ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া হয়েছে।

একই ফ্ল্যাট চারবার রেজিস্ট্রি করার ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ খতিয়ে দেখছে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা। এইভাবে অন্য কোথাও ফ্ল্যাট কেনা বেচার নাম কোনও প্রতারণা করা হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারেও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। কারণ, কেষ্টপুর, রাজারহাট এবং তেঘরিয়া-সহ বিধাননগর পুরসভার একাধিক এলাকায় কয়েক মাস আগেই ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন গ্রাহকরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে বিধাননগর পুরসভা। ফ্ল্যাটের নকশার অনুমোদন না দেওয়ার পরেও সেগুলিকে বিক্রি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলা হয়। পরবর্তীকালে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিধাননগর পুরসভা।

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার শ্বশুরবাড়িতে

খুনের অভিযোগ বাপের বাড়ির সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হল গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। বউমা আত্মহত্যা করেছে বলে মৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দাবি করলেও, মৃতার বাপের বাড়ির দাবি তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। কারণ, ৯ মাসের কন্যাসন্তান রেখে কিছুতেই তাঁদের মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন না।

ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার রথতলা কবরস্থান মাঠ এলাকায়। মৃতার নাম শ্রেয়া মুখোপাধ্যায় (২১)। বৃহস্পতিবার তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, মেয়ের কান্নার আওয়াজ পেয়ে তাঁরা ওই বাড়িতে ছুটে আসেন। দেখেন, ঘরে গৃহবধূর দেহ ঝুলছে। বাড়িতে সে সময় অন্য কেউ ছিলেন না। মৃতার বাবা সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাটপাড়া থানায় জামাই শুভম মুখোপাধ্যায়, শ্বশুর গৌতম ও শ্বাশুড়ি মৌসুমীরবিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। মৃতার মা পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁদের মেয়ে কোনওমতেই আত্মহত্যা করতে পারেনা। মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে স্বামী-সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন। মেয়ের ওপর অত্যাচারের অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা।

তবে সব অভিযেগ উড়িয়ে দিয়ে মৃতার শাশুড়ি মৌসুমী মুখোপাধ্যায় বলেন, বউমাকে তাঁরা মারধর করেননি। বরং এদিন সকালের দিকে পরিবারে অশান্তি চলাকালীন বউমা তাঁকে মারধোর করে। তখন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। থানা থেকে বাড়িতে ফিরে তারা দেখেন বউমা আত্মহত্যা করেছে। মৃতার আত্মীয়া শ্যামলী সাহা জানান, ২০২২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দেখাশুনা করেই শ্রেয়ার সঙ্গে কাঁকিনাড়া রথতলার বাসিন্দা বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মচারী শুভমের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পর থেকেই সংসারে অশান্তি শুরু হয়। তাঁর অভিযোগ,

'ওরা শ্রেয়ার ওপর নির্যাতন চালাতো।'

গৃহবধূকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকি আত্মহত্যা করেছে, তা খতিয়ে দেখছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশ ইতিমধ্যে মৃতার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

'ভূমি পূজন ' অনুষ্ঠানে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৫২ বছরের প্রাচীন গারুলিয়া চন্দা দেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত গারুলিয়ার মুঙ্গের পাড়ার এই স্কুলে মূলতঃ এলাকার দিনমজুর পরিবারের খুদেরা পড়াশোনা করে। বৃহস্পতিবার এই স্কুলের 'ভূমি পূজন' অনুষ্ঠিত হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী সাংসদ তথা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এই স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়নে তিনি সর্বদা পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তাছাড়া গারুলিয়া অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থাও করে দেবার কথাও এদিন বললেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, গারুলিয়া-১ মণ্ডল সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ স্কুল কমিটির কর্তা ব্যক্তিরা।

সম্পাদকীয়

বুদ্ধ, অশোকের মতো মানুষের পায়ের ছাপ রয়েছে, সেখানেও উপযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠল না

চৈত্রের এই তীব্র দাবদাহের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, তথা বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক শশাঙ্কের রাজধানী হিসেবে পরিচিত কর্ণসুবর্ণ বা সাবেক কানসোনা ভ্রমণের সময় 'টাইম ট্রাভেল' করার কথা মনে পড়ে যায়! আমাদের অতীতের অন্তঃস্তলে গেঁথে থাকা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য, উভয়ই আমাদের টেনে নিয়ে যায় এই ধরনের ইতিহাসের ফেলে যাওয়া নিদর্শনগুলির কাছে। এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণই প্রাচীন যুগের স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রথম রাজধানী। অথচ, এমন একটা গুরুত্ব বহনকারী স্থানই বর্তমানে রয়েছে চরম অবহেলায়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কলকাতা মণ্ডলের তরফ থেকে যৎসামান্য খুঁজে পাওয়া অস্তিত্বগুলিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য চার দিকে থাকা ভগ্নপ্রায় প্রাচীরটিকে পুনরায় মেরামত করার প্রচেষ্টা চলছে দেখে ভালই লাগল। তবে বিস্তারিত জানার জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা ইতিহাসকে সামনে আনতে বৃহদাকারে এই এলাকায় খননকার্য চালান। অস্তিত্বের সঙ্কটে থাকা একদা 'রাজধানী' শহরটি দেখতে দেখতে আমার বার বারই মনে পড়ছিল ইতিহাসের বইতে পড়া, হিউয়েন সাঙের সুস্পষ্ট বর্ণনাগুলি। এলাকাটি নিচু, স্যাঁতসেঁতে হওয়া সত্ত্বেও ছিল বেশ জনবহুল, বসবাসকারী মানুষজন ছিলেন বেশ ধনী! নিয়মিত চাষবাস হত, ফুল ও ফলের প্রাচুর্য ছিল এবং এখানকার আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। জনগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। হয়তো সেই জন্যই গড়ে উঠেছিল ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় 'রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার', যেটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও প্রাচীন বলে হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকেই প্রমাণ মেলে। অথচ, এখন শুধুমাত্র অবহেলার কারণে কার্যত গোচারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই সংরক্ষিত এলাকাটি। পরিশেষে বলা যায়, গৌতম বুদ্ধ, সম্রাট অশোকের মতো মানুষের পায়ের ছাপ যেখানে রয়েছে, সেখানে আজও উপযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠল না, এটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

জগজীবন রাম

১৯০৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগজীবন রামের জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুখেন্দুশেখর রায়ের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মিথিল দেবিকার জন্মদিন।*

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি জনমানসের প্রত্যাশা নিঃস্ব না হলেও ভয় জেগে আছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

একের পর এক সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী রায় দিয়ে যখন শিক্ষিত জনমানসের হতাশার ঘনঘোর অন্ধকারে প্রত্যাশার আলোর ছড়িয়ে প্রাণের পরশ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বাঙালির মুখে মুখে আমজনতার ত্রাতা হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তাই শুধু লাভ করেনি, একাই এক শো'র গণ-উন্মাদনাও চোখে পড়ার মতো বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। প্রায় সকলের মুখে উঠে আসে তার নাম-ডাক, গণমাধ্যম থেকে সমাজমাধ্যম সর্বত্র তাঁর রায়ের প্রতিফলনে বিশ্বাসের বাতিঘর নতুন করে জ্বলে ওঠে। উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারব্যবস্থার মধ্যে একজন বিচারপতির এরকম বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তাঁর জন্যই বিচারব্যবস্থায় একটি ঐতিহাসিক দিন রচিত হয়েছে। সেই ২৮ এপ্রিল (২০২৩) তাঁর কাছে থেকে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অন্য বিচারপতির কাছে সরিয়ে দেয় কিনা তা নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে দিনভর চলে অধীর উৎকণ্ঠা আর দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে টানটান উত্তেজনা। তাঁর সেই বিপুল জনপ্রিয়তা সৌরভ গাঙ্গুলিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল বলে অনেকের মনে হয়েছিল। বইমেলাতেও তাঁকে নিয়ে জনগণের তীব্র আকর্ষণ টিভির পর্দায় জায়গা করে নেয়। হাই কোর্টের বিচারক থেকে জনগণের বিচারক হয়ে ওঠাটা শুধু অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় দানের মাধ্যমেই আন্তরিক হয়ে ওঠেনি, তার সঙ্গে আমজনতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা ও সমানুভূতিও জড়িয়ে যায়। সাধারণত সহানুভূতির মধ্যে যে দায়সারা মনোভাব থাকে, সেখানে তাঁর সমানুভূতির একাত্মতাবোধের ভূমিকা বিরল ও ব্যতিক্রমী। বিচারকের আসন থেকে নেমে অসহায় বিচারপ্রার্থীর পাশে এসে একাসনে বসার মানসিকতায় তাঁর মুখে ও মনে বা কথায় ও কাজের মধ্যে বিশ্বাসের ছবি জনমানসে আন্তরিক শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। সেক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে ন্যায়ালয়ের বাইরে সরাসরি মতামত ব্যক্ত করা থেকে টিভিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার মতো তাঁর ব্যতিক্রমী ভাবমূর্তি বিতর্কিত হলেও আমজনতার আপনজন হতে বেশি সময় লাগেনি। সেখানে মনে হয়েছে তাঁর অদম্য সাহস ও অকুতোভয় মনোবৃত্তি দুর্নীতির ভয়ঙ্কর ধমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে থাকার অক্সিজেন সিলিণ্ডার। অবিশ্বাসী আবহাওয়ার মধ্যেও আমজনতার বিশ্বাসের বাতিঘরটি তিনিই জ্বালিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনপ্রিয় মুখটি বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়, দুর্নীতিপরায়ণ দলের লোকের কাছে চূড়ান্ত অপ্রিয় হওয়ায় তীব্র আক্রমণের শিকার হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থে তাঁর নির্ভীক রায়দান নিয়ে যত জয়ধ্বনি ওঠে, তত তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতিপরায়ণ দলের দাঁতনখ বেরিয়ে পড়ে, ততই তাঁকে নিয়ে আমজনতার গণউন্মাদনা সোচ্চার মনে হয়। একজন বিচারপতিকে নিয়ে এরূপ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গণজোয়ার ইতিপূর্বে আর লক্ষ করা যায়নি। এরকম ইতিহাস সৃষ্টিকারী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের পারদ উত্থানের মধ্যেই আকস্মিক ভাবে তাঁর কর্মজীবন শেষ হওয়ার আগেই বিচারকের পদ থেকে পদত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি আপনাতেই বিদ্যুতচমকের মতোই আমজনতার কাছে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য, অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। আকস্মিক ভাবে স্বপ্ন ভেঙে দুঃস্বপ্ন জেগে ওঠার মতো সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষিত জনমানসে সেই অবিশ্বাস্য ছন্দপতনের রেশ কাটিয়ে ওঠাটাই এখন সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে উঠেছে।

আসলে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনমনীয় সক্রিয় উদ্যোগ ও অদম্য তৎপরতা বাংলার বিশেষ করে কর্মপ্রার্থীদের বৈপ্লবিক উৎসাহ ও সাহস সঞ্চার করেছিল। এজন্য সরকারের রোষানলকে উপেক্ষা করেই দিনের পর রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তায় পড়ে থেকে আন্দোলন করেছে, অপরাজেয় সাহসে ভর করে জীবন বাজি রেখে জয়ের প্রতীক্ষায় লড়াই করে চলেছে। সেখানে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক পদত্যাগে স্বাভাবিক ভাবেই রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার বার্তাই যেন রাস্তায় আটকে পড়ে। জল ঢেলে পণ্ড করার মতো দিশাহীন অবস্থায় পড়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আকস্মিক সিদ্ধান্তে জেগে ওঠা স্বপ্নকেই ঘনঘোর দুশ্চিন্তায় ফেলে, অতর্কিতে দুঃস্বপ্ন তাড়া করে। যে হাতে ভর করে ডাঙায় ওঠার অপেক্ষায় দুচোখে আলোর পরশের প্রতীক্ষায় ছিল, হঠাৎ করে সেই হাতই টেনে নেওয়ার মতো আবার জলে পড়ার ভয়ে শিউরে ওঠে মন, 'এবার কী হবে'র অনিশ্চিয়তায় কেঁপে ওঠে বুক। সেক্ষেত্রে বিচারপতির কর্মজীবন শেষ করে রাজনীতিতে যাওয়ার কথা স্বাভাবিক ভাবে ওঠে আসে। সেখানে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তির চেয়ে কর্মপ্রার্থীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথাই প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে তাঁর হাতে যে আর কোনো মামলা ছিল না, সেকথাও তিনি জানিয়েছেন। অবশ্য মামলা না থাকলেও তিনি যে অসংখ্য কর্মপ্রার্থীর আশাভরসার কেন্দ্রে আবর্তিত ছিলেন, তাও অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের আলোয় পথচলার যে আত্মবিশ্বাস জেগেছিল সাধারণের মনে, তাঁর পদত্যাগে সেই বিশ্বাসের বাতিঘরটি এখন অস্তিত্ব-সংকটে। সেই বিশ্বাসের অভাববোধেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে। সেখানে রাজনীতির মতো দুর্নীতিপ্রবণ ও বিভেদকামী শক্তির মধ্যে তাঁর মতো সর্বজনীন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আপনাতেই বিবিধ প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়ায়। সেইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ায় তাঁর রায়দানকেই রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক বলে দাগিয়ে দেওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে তাঁর বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বারবার করে উঠে এসেছিল, তাই যেন সরাসরি রাজনীতিতে চলে আসায় হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল। এজন্য তাঁর রায়গুলিও পুনর্বিচারের জন্য আবার উচ্চ ন্যায়ালয়ের দারস্থ হওয়ার সুযোগ নেওয়ার অবকাশ মেলে। অথচ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে সরকারের দুর্নীতিবিরোধী রায় দানের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কুৎসিত আক্রমণের শিকার হতে গিয়ে রাজনীতির ময়দানে নামার জন্য বারবার তাঁকে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল। যেই তিনি রাজনীতিতে পা দিয়েছেন, সেই তাঁর প্রতি বিচারপতি হিসাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ সহজ হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে তাঁর অবস্থানান্তরে সমালোচনার অভিমুখই বদলে যায়নি, আরও বেশি ব্যক্তিগত আক্রমণ চতুর্দিক থেকে ধেয়ে এসেছে। অথচ কিছুদিন আগেও তাঁর নাম একটি রাজনৈতিক দল থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও সোৎসাহে উচ্চারিত হয়েছে। এখন তাঁর রাজনৈতিক দলের বাইরে সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকের কাছে তিনি আক্রমণের লক্ষ্য। সেখানে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়ে সোচ্চার হয়ে তিনি আমজনতার নয়নের মণি হয়েছেন, সেই দুর্নীতিবিরোধী অভিযান থেকে সরে যাওয়ার অভিযোগেই শুধু নয়, তাঁকে দুর্নীতির প্রশ্নে আপোশকামী কলুষিত চরিত্রে কলঙ্কিত করে জনমানসে চক্ষুশূল করাতেই তাঁর বিরুদ্ধে শানিত আক্রমণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। অথচ তার পরেও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুদৃঢ় ও ঋজু জনদরদি সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের আশা ফুরিয়ে যায়নি, বা যায় না, যেতে চায় না। এখনও তাঁকে নিয়ে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা,স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়নি। আবার ভয়ও জেগে আছে।

অনেক ভেবেচিন্তেই তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তিনি হয়ত আরও বেশি জনকল্যাণমুখী কাজ করে যেতে চান, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে আরও বেশি সক্রিয় করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ক্ষমতা তো আগুনের মতো। তার মধ্য দাহিকা শক্তি বা তাপ শক্তিকে প্রতিহত করে আলোকশক্তি বের করে আনা সহজসাধ্য নয়। উলটে তাতে পুড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সেদিক থেকে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে ক্ষমতাশালি হওয়া আর সেই ক্ষমতাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা সহজসাধ্য নয়। যে-দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিমা হয়ে উঠেছে, সেটিও একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্ষমতার সঙ্গে যে দুর্নীতির যোগ সুবিদিত। তাতে দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে রক্ষা করা গেলেও দলের যোগ যে এড়ানো সম্ভব নয়। সে দায়মুক্ত হওয়াও দুঃসাধ্য। সেদিক থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে থেকে জনদরদি ভাবমূর্তি গড়ে তোলা গেলেও তা কতটা কার্যকরি হবে, তা নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্যদিকে দলের বাইরেই শুধু বিরোধী দলের সঙ্গে দ্বন্দ্ববিরোধ চলে না, নিজের দলের মধ্যেও অন্তর্ঘাত-অন্তর্দ্বন্দ্ব সদা সক্রিয়। সেদিক থেকে ক্ষমতা পেলেই একক উদ্যোগে ইচ্ছেমতো জনসেবা করা যায় না। সেই ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষে তা থেকে সরে এলেও বিপদ। ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যাবে। অন্যদিকে ক্রমশ অবিশ্বাসের ছায়ায় তাঁর প্রতি বিশ্বাসের ভাঁড়ারও শূন্য হয়ে যাবে, গড়ে তোলা ভাবমূর্তিকে আর প্রতিমা মনে হবে না। যেখানে শ্রদ্ধা থাকে না সেখানে প্রতিমাও শুধু মূর্তি হয়ে যায়। তিনি যদি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে তাঁর দুর্নীতিবিরোধী অভিযান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেন,তাতেও সমালোচনা হত, কিন্তু এভাবে ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে তাঁকে পড়তে হত না। ইতিমধ্যেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পথে মাননীয় বিচারপতিদের একের এক রায়ে সেই দুর্নীতিবিরোধী মনোভাবে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে চলেছে। সেখানে তাঁর অবর্তমানে সেই ন্যায় বিচারের ধারা অব্যাহত থেকেছে। সেদিক থেকে তাঁর আকস্মিক সিদ্ধান্তে পতন নয়, অধঃপতনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে পতনের চেয়ে অধঃপতন আরও ভয়ঙ্কর। পতনের অস্তিত্ব সংকটের চেয়ে অধঃপতনের চারিত্রিক কলঙ্ক মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। তারপরও এসব অনুমান বা মূল্যায়নকে মিথ্যে প্রমাণ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্বচ্ছ ও অকপট ভাবমূর্তিকে আবার স্বমহিমায় বরণীয় করে তুলবেন, এ যে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা, একান্ত কামনা।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষ ব্রহ্মযুগের প্রাণী

শুভজিৎ বসাক

যক্ষ ও যক্ষিনী, এই দুইয়ের মিলনে পৃথিবীর রহস্য সমাহিত। প্রথমজন শিব ও পরেরজন দেবী মহাকালী। যক্ষ ও যক্ষিনী মানুষকে হয় তার কর্মফল অনুযায়ী শুভ ভাব বা অশুভ ভাব প্রদান করে। এখানে আশ্চর্যের কথা হল, যখ নিজে আসে না, মানুষই তাকে ডাকে। এই নিয়েই সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে মালায়ালাম চিত্রনাট্য 'ব্রহ্মযুগম'।

গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ হল- কোরান ও থিবান দুজনে রাজবাড়িতে রাজার ঘুম ভাঙাতে গান গাইত। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই প্রাণ বাঁচাতে তারা দুজনে জঙ্গল, নদী পেরিয়ে গ্রামে পৌঁছাতে পালিয়ে এলেও জঙ্গলের রাস্তায় পথ হারিয়ে ফেলে। পরে বনের মধ্যে এক নগ্ন অপরূপা সুন্দরী মহিলার পাল্লায় পড়ে কোরান। থিবান তাকে চিনতে পারলেও কোরান তার রূপে অন্ধ হয়ে যায় এবং বিবশ হয়ে পড়ে। সেই মহিলাই হলেন যক্ষিনী। সহযাত্রীর সাবধানতা না শুনে কোরান প্রাণ হারায়। থিবান পালিয়ে এসে এক ভগ্নপ্রায় বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বাড়ির মালিক কুদুমন পট্টি তার গানের বাহার শুনে সেখানে থাকতে বলে আর আস্তে আস্তে থিবান জানতে পারে যে মালিক স্বয়ং এক যক্ষ। একথা জানায় বাড়িরই আরেক সদস্য অর্থাৎ কুদুমনের পাচক। আস্তে আস্তে জানতে পারে যে কুদুমনের পূর্বজ চুড়ুলন পট্টি দেবী বরাহীকে প্রসন্ন করে তাঁর থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ একটি যাদুমন্ত্রের বাক্স পেয়েছিল যাতে এক যক্ষ ছিল। এখানে বলে রাখা ভালো, দেবী বরাহী অন্ধকারের দেবী অর্থাৎ দশমহাবিদ্যার ধূমাবতী ও তিনি সমান শক্তিধর। বরাহ অর্থাৎ শূকর যেমন আবর্জনা থেকে পুষ্টির খোঁজ করে সেভাবেই দেবীর তপস্যায় কলুষণ থেকে সুন্দরের খোঁজ মেলে। চুড়ুলন পট্টি দেবীর আশীর্বাদকে বশে করে অপদস্থ করতে থাকে অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তিকে সুন্দর সৃষ্টিতে ব্যবহার না করে তাকে বশ করে ভৃত্যে পরিণত করতে থাকে। একদিন সুযোগ পেয়ে মদ্যপ চুড়ুলনকে যক্ষ জানায় যে তার মুখের দিকে চাইলে নরক দেখতে পারবে সে। মদ্যপ পট্টি সেদিকে চাইলে তার আত্মাকে যক্ষ গিলে নেয় এবং তার কর্মফলের কুপ্রভাবে সমস্ত বংশজ এমনকি তাকে থামাতে যারা যজ্ঞাদি ক্রিয়া করতে আসে তারা সবাইই যক্ষের হাতে মারা যেতে থাকে। এরই মধ্যে আসে কুদুমন পট্টি তাকে বশ করতে এবং সেও মারা যায়! কথাটা শুনে চমকে ওঠে থিবান এবং স্পষ্ট হয় যে বর্তমানে কুদুমনের বেশে সেই যক্ষই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে কেউ সহজে মুক্তি পায় না আর সেজন্য যক্ষ সবার স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেয় এবং তার গুণকে কেড়ে নেয়। পরে যখন গুণ দর্শন করতে সে ব্যর্থ হয় যক্ষ তার প্রাণ নিয়ে নেয়। থিবানের সাথেও এমনই হচ্ছিল। সে মুক্তি চায়। আর এই করতে গিয়েই জানা যায় যে সেই পাচক আসলে কুদুমনের সাথে এক অবৈধ সম্পর্কে থাকা এক দাসীর সন্তান যে এই যক্ষকে বশে আনতে এখানে এসে ঘাঁটি গড়েছে। পরে যক্ষের ওপরে আধিপাত্য কায়েম করতে পাচক প্রথমে কুদুমনের বেশে যক্ষকে মুক্তি দেয় এবং তার ওপরে আধিপাত্য ফলাতে চায়। এহেন পরিস্থিতিতে থিবান আবার বন্দী হয়ে পড়ার নতুন সঙ্কট দেখলে দুজনের মধ্যে লড়াই হয় এবং দুজনেই মারা যায়। পরে দেখানো হয় থিবানের শরীরে যক্ষ প্রবেশ করে তার লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে যায়।

বাস্তবিক পরিসরে প্রেক্ষাপটটি প্রাসঙ্গিকতার সাক্ষ্য বহন করে। মানুষ যখন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়, সে কোনও গুণের অধিকারী হয়, কারও ওপরে প্রভুত্ব দাখিল করার উপযোগী হয় অনেকক্ষেত্রেই সে তার সুযোগের, গুণের, প্রভুত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অতিলোভী, অহংকারী হয়ে ওঠে। সে নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রতিভাত করতে থাকে নিজেকে। ব্রহ্মযুগম অর্থাৎ ব্রহ্মযুগ কথাটির অর্থ যে সময়কালে মানুষ সমস্ত গুণের বা সৃষ্টির অধিকারী যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টির অধিকর্তা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারালে মহাকাল শিব মহাকাল যক্ষরূপে ধ্বংস নিশ্চিত করবেন। যক্ষিনী কাম, লালসা, মোহকে ধারণ করেন। নিজেকে সর্বত শক্তির অধিকারী মনে করলে বা স্বেচ্ছাচারী মনে করলে যক্ষিনীর ফাঁদে বুদ্ধি নষ্ট হয় আর যক্ষের আমন্ত্রণ সহজ হয়। মানুষ আস্তে আস্তে সর্বস্ব হারায় এবং একটা সময়ে হতবুদ্ধির বাহক হয় ঠিক যেমন দেবী বরাহীর দেওয়া ক্ষমতাকে নষ্ট করেছিল চুড়ুমন পট্টি। অর্থাৎ মানুষের কর্মফলই তার ঈশ্বর। সে হয়তো আর পাঁচজনের কাছে নিজের স্বরূপ লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু নিজের কাছে কখনই নয়। আবার যক্ষ সঠিক পথকেও দেখায় যেমন শেষে থিবানের শরীর ধারণ করেছিল একটাই কারণে তার মধ্যে রাজার বাড়িতে কাজ করেও গ্রামে তার মায়ের প্রতি কর্তব্য কখনও ভোলেনি এমনকি ভোলেনি পট্টির বংশজকে শেষে ক্ষমতা থেকে বিরত থাকতে বলে কারণ সে বুঝেছিল যে পট্টির বংশধরেরা ক্ষমতার প্রতি লোভী, ঈশ্বরের প্রতি তারা অনুগত নয়। অর্থাৎ ব্রহ্মযুগম হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানুষ তার সর্বস্ব থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মহাকাল যক্ষের অধীনে পর্যায়ভুক্ত হয়ে চলেছে তার এক নিরলস ও সহজাত প্রেক্ষাপটকে নিয়ে গড়ে ওঠা চিত্রপট। প্রতিটি মানুষ একইসাথে সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, স্থিতি অর্থাৎ প্রতিপালক জ্ঞান এবং লয় অর্থাৎ যক্ষ স্বরূপ ধ্বংসসাধন জ্ঞান তিন জ্ঞান নিয়েই চলছে। সে তার কর্ম অনুযায়ী এই জীবনকালে ও মৃত্যুর পরেও কুদুমন পট্টিদের মত কর্মফলের ভাগীদার। রূপকের ফেরে ব্রহ্মযুগম এক অসাধারণ প্রেক্ষাপট বলতে দ্বিধা নেই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দিলীপ ঘোষ মন্দিরে ঢোকায় গ্রামবাসীরা জলে ধুলেন, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বৃহস্পতিবার প্রচারে বেরিয়ে ঈশানেশ্বরের কুড়ুমে ঈশানেশ্বর মন্দিরে দিলীপ ঘোষ পুজো দিয়ে বের হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামবাসীরা জল দিয়ে মন্দির ধুয়ে দিলেন। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। মন্দিরের সেবাইতদের দাবি, এই মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেছেন দিলীপ ঘোষ। মন্দির চত্বর অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। তাই জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়াই নয়, মন্দিরের পবিত্রতায় আরও কিছু করণীয়, যা তাঁরা করবেন। আর এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

গ্রামবাসী প্রসেনজিৎ মণ্ডলের দাবি, গ্রাম্য দেবতা বাবা ঈশানেশ্বরের মন্দিরের গর্ভগৃহে পুরোহিত ছাড়া কেউই প্রবেশ করেন না। কিন্তু নিয়ম না মেনে মন্দিরে প্রবেশ করেছেন দিলীপ ঘোষ। তাই মন্দির জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, মন্দিরে প্রবেশের সময় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বাবা ঈশানেশ্বরকে অপমান করে ঈশানেশ্বর মাই-কি বলেও জয়ধ্বনি দেন। যা নিয়ে গ্রামবাসীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, এদিনও দিলীপ ঘোষ সগর্বে বলেন, 'দাদাগিরি তো এখনও শুরু করিনি, ওরা ঠুকঠাক করছে, যেদিন একটা ঘা মারব না, কামারের ঘা দেখেনি, সিধা হয়ে যাবেন সব।' ইসলামপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'গোষ্ঠীকোন্দল সব জায়গাতেই হচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে। যদি তাঁদের প্রার্থীকে তাড়া করেন তাঁর পার্টির লোকেরা, আর কী বলবেন? আর এখানে আমাদের কর্মীদের ওপর এখনও দেওয়াল লিখন করতে গেলে আক্রমণ করা হচ্ছে, রাতেরবেলা পার্টির মিটিং করতে গেলে আক্রমণ করছে। এই করে ভয় দেখিয়ে ওরা রাজনীতি করতে চাইছে। কিন্তু দিলীপ ঘোষ এসে গিয়েছে। আমি বলে দিচ্ছি অভ্যাস পাল্টান, না হলে কী করে পাল্টে দিতে হয় আমি খুব ভালো করে জানি।'

দুর্নীতিবাজদের উদ্দেশে এদিন দিলীপবাবু বলেন, 'দাওয়াই তো দিচ্ছে সিবিআই, ইডি। ভোটের আগে ভোটের পরে অনেকেই ওখানে গিয়ে থাকবেন। বাড়ির ভাত খেতে পারবেন না। শাহজাহানকে দেখে এখানকার অনেক নেতা আছে তাদের বলে দিন, এখানে একটা অনুপ্রবেশকারী নেতা আছে বাংলাদেশি, সে আমাদের লোকেদের মারে, লুটপাট করে, যে ঝাড়ু বিক্রি করতেন ঘুরে ঘুরে। সে ঝাড়ু নিয়ে আবার হাতে সিধা হয়ে যাবে। তাঁকে আমি বলে দিচ্ছি, যদি কোনও গণ্ডগোল করার চেষ্টা করে ভোট পর্যন্ত আমরা দেখছি। আইন মেনে চলি, ভোটের পর হয় জেলে যাবে, নয় বাংলাদেশে যাবে, দ্বিতীয় কোন রাস্তা থাকবে না।'

জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায় আক্রান্ত হওয়ায় এদিন দিলীপবাবু বলেন, 'এর আগেও একবার ডাক্তারবাবুকে বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়েছিল। এক সভায় গিয়েছিলেন উনি। উনি ভদ্রলোক, সজ্জন লোক, রাজবংশী সমাজের একটা মুখ, শিক্ষিত, সংস্কৃতবান এই ধরনের লোককে যদি এটা করে তো হলে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি কোথায় পৌঁছেছে দেখতে হবে। পুরো গুন্ডা, সমাজবিরোধীদের হাতে চলে গিয়েছে। কালকে আমাদের এখানে আমাদের কর্মীরা বৈঠক করতে গিয়েছিলেন তালিতের কাছে বাধার বলে একটি গ্রামে, রাতে ফেরার সময় ওখানকার পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে কিছু দুষ্কৃতকারী আমাদের তিনজন কর্মীকে আটকে, মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আমরা পুলিশকে বলেছি, প্রশাসনকে বলেছি। যদি ওরা হিংসার মাধ্যমে রাজনীতি করতে চায় তো ভারতীয় জনতা পার্টি পুরো প্রস্তুত আছে। দিলীপ ঘোষের অভিজ্ঞতা আছে, জানা আছে, কাকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়।'

ভোটের প্রচারে দিলীপবাবুর আন্দামান সফর সম্পর্কে এদিন তিনি বলেন, 'আন্দামান আমার পুরনো জায়গা। সাড়ে আট বছর ওখানে ছিলাম। কাজ করেছি বিভিন্ন সংগঠনের। ইলেকশন হলে ওখানকার কর্মীরা বলে দাদা আসুন, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ঠিক করেছে আমি একদিনের জন্য আন্দামান যাচ্ছি। আর আমি সর্বভারতীয় দায়িত্বে ছিলাম, পার্টি আমাকে সর্বভারতীয় কাজে লাগিয়েছে তাই আন্দামানে পাঠাচ্ছেন প্রচারের জন্য।'

পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ইদের বাজার করে ফেরার পথে আক্রান্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী। প্রথমে বোমাবাজি পরে খেজুর গাছের গুড়ি রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি কোপ দুষ্কৃতীদের। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী। আশঙ্কাজনক আরো কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার হরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘূর্ণি এলাকায়। অভিযোগের তীর কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, রাত ন'টা নাগাদ হরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা সাগিরা বিবি এবং তার স্বামী জাহিদুল শেখ তার পরিবার এবং কয়েকজন প্রতিবেশীকে নিয়ে ইদের বাজার করে বাড়ি ফিরছিল। এরপর ঘূর্ণি গ্রামে পৌঁছতেই হঠাৎ তাদের লক্ষ্য করে শুরু হয় বোমাবাজি। এরপর তারা সামনে কিছুটা এগিয়ে যেতে দেখে একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি রাস্তায় ফেলা রয়েছে। এরপরই আচমকা জনা দশেক দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। পঞ্চায়েত সদস্যা সাগিরা বিবি গুরুতর জখম হয় অস্ত্রের কোপে। জাহিদুল শেখ তাকেও রক্তাক্ত অবস্থায় নাকাশিপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। বাকিরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে মৃত জাহিদুল শেখের ভাইপো বাসির শেখ বলেন, আমরা খবর পাই আমার কাকা এবং তার পরিবারকে নিয়ে যখন ইদের বাজার করে বেথুয়া থেকে বাড়ি ফিরছিল ঠিক তখনই তাদেরকে রাস্তা আটকানো হয় এবং বোমাবাজি করা হয়। পরবর্তীকালে এলোপাথারি কোপায় দুষ্কৃতীরা। তবে কি কারণে এ ঘটনা ঘটাল তা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছেন না তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নাকাশিপাড়া বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনা এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অন্যদিকে লোকসভা ভোটের আগে এই খুনের ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান কল্লোল খাঁ বলেন, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী সহ পরিবারের লোকজন ইদের বাজার করে ফিরছিল তখনই তার ওপর দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপে পঞ্চায়েত সদস্যা স্বামীর মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয় ঘটনায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট তবে পরিস্থিতির স্বাভাবিক। এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সূত্র পাওয়া যায়নি বলেই জানিয়েছেন নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কল্লোল খাঁ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৩.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-০২-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/শিয়ালদহ-র অধীনে এইএন/রানাঘাটের আওতাধীনে বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিযুক্ত গ্লুড জয়েন্ট প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫১,২৩,২৪৪.৯৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,০২,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps. gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-04/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তারকেশ্বরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ, রক্তাক্ত শ্বশুর ও জামাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: কন্যা সন্তান হওয়ায় মেয়েকে নিতে চাইছে না শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অভিযোগ বাবার। এদিকে শ্বশুরের বিরুদ্ধে এবার ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ জামাইয়ের। রক্তাক্ত শ্বশুর, জামাই দু'জনেই। পুরো ঘটনাই ধরা পড়ল সিসিটিভি ক্যামেরায়। চাঞ্চল্যকর ঘটনা তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙার ঢ্যাংপাড়া এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় জামাই শেখ আমির হোসেন ও তাঁর শ্বশুর শেখ আক্তার হোসেন তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শ্বশুর আক্তার হোসেনের অভিযোগ, মেয়ের কন্যা সন্তান হয়েছে। তারপর থেকে তাঁকে আর নিতে চাইছে না শ্বশুরবাড়ির লোকজন। জামাই ডিভোর্সের মামলা করেছে। সে বিষয়েই তিনি কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, কোনও কথা না শুনে তাঁর উপর চড়াও হন জামাই আমির হোসেন ও তার কারখানার কর্মীরা। পাল্টা শ্বশুরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন জামাইও। তাঁর অভিযোগ, স্ত্রীর আগে একটা বিয়ে হয়েছিল। ডিভোর্স হয়েছে। টাকা নিয়েই সেই ডিভোর্স হয়েছে। এখন তাঁর কাছ থেকেও টাকা, সোনা দাবি করছেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই তিনি ডিভোর্স চাইছেন। শ্বশুর, জামাই দু'জনেই দু'জনের বিরুদ্ধে তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি ইনকর্পোরেশন রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

ওরিয়েন্টাল প্রসেসরস প্রাইভেট লিমিটেড

সম্পর্কিত

যার রেজিস্টার্ড অফিস :

১৯, আর এন মুখার্জি রোড,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত, ৭০০০০১

.......**আবেদনকারী**

এতদ্দারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **১৫ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেরোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) আপত্তির কারণ** এবং স্বার্থের ধরন হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **চোদ্দ দিনের** মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, **ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ** নিকট নোটিশ পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি নিম্নে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে:

আবেদনকারীর পক্ষে
ওরিয়েন্টাল প্রসেসরস প্রাইভেট লিমিটেড
হরিশ কুমার সিংঘল
ডিরেক্টর
DIN: 00422182

তারিখ : ০৫.০৪.২০২৪
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

নিদর্শ-এ
গণঘোষণা

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশনস্ ৬ অধীনে (ইনসলভেন্সি রেজুলেশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬]

রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম (সিডি)	**রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	সিডি-র সংস্থা হওয়ার তারিখ	২৫/১০/২০০৭
৩.	সিডি-র সংস্থা/নিবন্ধভুক্তি যে কর্তৃপক্ষ অধীনে	আরওসি-কলকাতা
৪.	সিডি-র কর্পোরেট পরিচিত নম্বর /সীমায়িত দায়বদ্ধতা পরিচিতি নং.	U70101WB2007PTC120037
৫.	সিডি-র নিবন্ধভুক্ত দপ্তর এবং মুখ্য দপ্তর (যদি থাকে) -এর ঠিকানা	১, নিউ বাটা রোড, পোঃঅঃ- বাটানগর, থানা- মহেশতলা, কলকাতা পরগনা দক্ষিণ, পঃবঃ ৭০০১৪০ ভারত
৬.	সিডি-র বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	০৩/০৪/২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	৩০/০৯/২০২৪
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল (আইআরপি) হিসেবে কর্মরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের (আইপি) নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী সচীন গোপাল জাঠর আইবিবিআই রেজিঃ নং – IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
৯.	পর্ষদের কাছে নিবন্ধভুক্ত আইআরপি-র ঠিকানা এবং ই-মেল	বি-১/৮, সমদ্রিতা, ইকেটিপি ফেজ-III, ইকেটি, কলকাতা, পঃবঃ-৭০০১০৭ ইমেল আইডি: sgjathar.ip@gmail.com
১০.	আইআরপির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা এবং ই-মেল	অফিস – প্রথম তল, মৌসুমি কো. অপা. হাউজিং সোসাইটি, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ ইমেল আইডি – riverbankdpl@gmail.com
১১.	দাবি জমাকরণের শেষ তারিখ	১৭/০৪/২০২৪
১২.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সেকশন ২১ -এর সাব-সেকশন (৬এ)-এর ক্লজ (বি) অধীনে	ঋণদাতাদের শ্রেণী - বাড়ির ক্রেতা বরাদ্দকারীদের https://pda.nesl.co.in# মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে হবে এবং যোগাযোগ করুন ipsupport@nesl.co.in -তে দাবি দায়ের করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার জন্য
১৩.	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত, কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	১. শ্রী পার্থ কমল সেন (IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049) ২. শ্রী অজয় কুমার আগরওয়াল (IBBI/IPA-002/IP-N00608/2018-2019/11859) ৩. শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী (IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00229/2019-2020/12679)
১৪.	(ক) সংশ্লিষ্ট নিদর্শসমূহ এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিশদ পাওয়া যাবে:	(ক) ওয়েব লিঙ্ক: https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) এআর -এর বিশদ: https://pda.nesl.co.in# আর্থিক ঋণদাতাদের কলাম ১২ এর বিপরীতে উল্লিখিত https://pda.nesl.co.in# ওয়েবসাইটে তাদের দাবি জমা দিতে হবে

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সিআইআরপি) শুরু ঘোষণা করেছে ০৩/০৪/২০২৪ তারিখে।

রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর পাওনাদারদের এতদ্দ্বারা ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা দিতে বলা হয় ১৭/০৪/২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন রিজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে, দফা ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায়।

আর্থিক পাওনাদারগণকে তাঁদের দাবি প্রমাণক শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জমা করতে হবে। অন্যান্য সকল পাওনাদারগণ তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করতে পারবেন ব্যক্তিগতভাবে ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে।

এন্ট্রি নং ১২-তে তালিকায়িত মতো একটি শ্রেণিতে অবস্থান করা একজন আর্থিক উত্তমর্ণ, তাঁর পছন্দমতো অনুমোদিত আধিকারিকের ইঙ্গিত দেবেন, এন্ট্রি নং ১৩-তে উল্লিখিতমতো তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে, নিদর্শ সিএ-তে শ্রেণির (নির্দিষ্ট শ্রেণি) অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য। - প্রযোজ্য নয়।

দাবির মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর প্রমাণক জরিমানা আকর্ষণ করতে পারে।

স্বা/-
সচীন গোপাল জাঠর
আইআরপি – রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968

তারিখ : ০৫/০৪/২০২৪
স্থান : কলকাতা

১১০০ বছর হিন্দু মহিলাদের রোজার প্রথা অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা বাজতেই পুজো দিয়ে রোজা ভাঙেন হিন্দু মহিলারা। কথাটা অবাস্তব হলেও, গত ১১০০ বছর ধরে এমনই প্রথা চালু রয়েছে কাঁকসার সিলামপুরে।

সিলামপুর গ্রামে দামোদর নদের পাড়ে রয়েছে দুই বন্ধুর সমাধি। একজন হলেন বরাখান সহিদ ও মোবারক খান সহিদ। কাঁকসার শ্রীলামপুর গ্রামে জনশ্রুতি রয়েছে এই দুই বন্ধু প্রায় ১১০০ বছর আগে এই এলাকায় থাকতেন। মোবারক খান সহিদ যিনি পূর্বে সত্যনারায়ণ গোস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। এক বন্ধু মুসলিম এবং এক বন্ধু হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

দু'জনই এলাকায় ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন। পরে সত্যনারায়ণ গোস্বামী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মোবারক খান সহিদ হন।

জানা যায়, দুই বন্ধুর জন্ম একই দিনে হয়েছিল এবং মৃত্যুও একই দিনে হয়। এলাকার মানুষ ওই দুই বন্ধুর দেহ গ্রামেই সমাধিস্থ করেন। এরপর গ্রামের বহু মানুষ সমস্যায় পড়লে তাঁরা স্বপ্নাদেশ পেয়ে দুই বন্ধুর সমাধিস্থলে গিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা জানানোর পর তারা স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁদের প্রতিকার খুঁজে পান। কথিত আছে, এই দুই বন্ধু গোটা গ্রামের মানুষের ওপর তাঁদের দৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন, যার কারণে গ্রামে তেমন কোনও ভয়াবহ দুর্ঘটনা আজও ঘটেনি এবং গ্রামের সমস্ত ধর্মের মানুষ একসঙ্গে আনন্দে বসবাস করছেন।

প্রতিবছর রমজান মাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যখন একমাস ধরে রোজা রাখেন, সেই রমজান মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বৃহস্পতিবার হিন্দু মহিলারা নির্জলা উপবাস করেন যেটা গ্রামের মানুষের কাছে তো রোজা রাখা হয়। এদিন কাঁকসার পাশাপাশি বাঁকুড়া, বীরভূম সহ আশপাশের এলাকা থেকে কয়েক হাজার মহিলা নির্জলা উপবাস করার পর এই দুই বন্ধুর মাজারে এসে পুজো দিয়ে সূর্যাস্তের পর মাজার সংলগ্ন পুকুর থেকে জল মুখে দিয়ে উপবাস ভাঙেন। এলাকার মানুষের দাবি, বরা খান ও মোবারক খানের মাজারে পুজো দিয়ে তাঁরা তাঁদের পরিবারের সুখশান্তি কামনা করেন এবং অনেকেরই মনোবাসনা পূরণ হয়েছে। তাই কেউ সমাধিতে চাদর দিয়ে, কেউ ফল মিষ্টি দিয়ে সেখানে পুজো দেন। শোনা যায়, এই মাজারের থেকে অনেকে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান এবং সেই মাটি কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতে থাকা মানুষের গায়ে বুলিয়ে দিলে তাঁদের ব্যাধি সেরে যায়। এদিন হিন্দু ধর্মের মহিলারা যখন তাঁদের একদিনের রোজা ভাঙতে মাজারে পুজো দিতে আসেন, তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। প্রতিবছর এমনই সম্প্রীতির ছবি ধরা পড়ে কাঁকসার সিলামপুরে।

মার্কিন মুলুকে গবেষণার সুযোগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আমেরিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি ও গবেষণা করার সরাসরি সুযোগ এল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার ইউএস. কনসাল জেনারেল মিস মেলিন্ডা পাভেক ৫০০-র অধিক ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে জানালেন, 'আমি একজন ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার। সেখান থেকে আমি ইউএস ডিপ্লোমেড হয়েছি। এখানকার ছাত্রছাত্রীরাও পারবে।' তিনি আরও জানালেন, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি; কি করে আবেদন করতে হবে, কোনও জায়গায় বায়োডাটা স্ট্রং করতে হয়, এসওপি কি করে তৈরি করতে হয়, লেটার অফ রেকমেন্ডেশন কার থেকে নেওয়া যায়। প্রশ্ন উঠতেই পারে কেন কলকাতা বা যাদবপুর বাদ দিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়? পাভেকের মতে, কল্যাণী হল উঠতি এডুকেশন হাব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মফঃস্বলের বহু ছাত্রছাত্রী ও গবেষক ইউজি বা পিজি পড়ার পাশাপাশি গবেষণা করে। মেধা থাকলেও তারা বিদেশে পড়া বা গবেষণার জন্যে যোগাযোগ করে না। অনেকে আবার ফর্ম ফিলাপের পদ্ধতিও ঠিকঠাক জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভুঁইয়া জানালেন, এই আলোচনায় উঠে এসেছে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়া ও গবেষণার নানা বিষয়। সেখানে কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী বিষয় পড়ানো হয় সেটি যেমন আলোচনা হল, তেমনই ফেলোশিপ পাওয়া, ছাত্রছাত্রীদের চাকরি বা ভবিষ্যৎ নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক মউ কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক স্বাতী দে জানালেন, '২৩-এর ৮ নভেম্বর গ্র্যান্ড হোটেলে অনুষ্ঠিত একটি আলোচন সভায় মিসেস পাভেক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়া বা গবেষণা করার বিষয়টা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা করা বা ভিসা পাওয়া নিয়ে আর কোনও বাধা রইল না আমাদের ছাত্রছাত্রীদের।

SBI | আরএএসএমইসিসিসি -কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৪র্থ তলা, মিউনিসিপ্যাল হকারস মার্কেট, বর্ধমান-৭১৩১০১ (পঃবঃ)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেল : sbi.10264@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান** শাখা-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে আহ্বান জানিয়ে নির্দেশিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক তাদেরকে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নেবর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে নির্দেশিত তারিখে রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে অর্থরাশি ও তার উপর সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	**শ্রী বিনয় কুমার সর্দার** পিতা শ্যামাপদ সর্দার এবং **শ্রীমতি প্রতিমা সর্দার** স্বামী শ্রী বিনয় কুমার সর্দার ঠিকানা:- গ্রাম : দেবক, পোঃঅঃ- মামুদপুর, থানা- নৈহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১৬৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি, জমির পরিমাণ এরিয়া ১২১০ বর্গফুট বা ২.৭৮ শতক, মৌজা : নারী, জেএল নং ৭০, আরএস খতিয়ান নং ১১৭, এলআর খতিয়ান নং ১২৪২২ এবং ১২৪২৩, আরএস প্লট নং ১৫৯২,এলআর প্লট নং ২৬০৬, রায়ান ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান,জেলা : পূর্ব বর্ধমান। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- ক্যানাল বাঁধ, দক্ষিণে- অন্যান্যর খালি জমি, পূর্বে- অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে- অন্যান্যর খালি জমি এবং ভবন দ্বারা। **সম্পত্তি শ্রী বিনয় কুমার সর্দার, পিতা শ্যামাপদ সর্দার এবং শ্রীমতি প্রতিমা সর্দার স্বামী, শ্রী বিনয় কুমার সর্দার -এর নামে।**	১. ১৯.০১.২০২৪ ২. ০৪.০৪.২০২৪ ৩. ১০,৪৩,০৫০.০০ টাকা + সুদ

আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

বিঃদ্রঃ - দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প মোড হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ : ০৪.০৪.২০২৪
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

SBI | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বিধান দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)] -এর বিধানের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৪.২০২৪
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৪.২০২৪

মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-এর সরবরাহ করা ই-অকশন ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ index.jsp মাধ্যমে ডাকদাতাদের নিজস্ব ওয়ালেটের মাধ্যমে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ট্রান্সফার/জমা করতে হবে অর্থাৎ আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে প্রত্যেককে আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে - **২৫.০৪.২০২৪ তারিখ** সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ০১ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বিধান দেখুন]

উশুলের সঙ্গে সংযুক্ত **২৯,৬৬,৭৩৪.০০ টাকা এবং ৩৯,৯৮,৫৬৭.০০ টাকা ২১.১০.২০২১ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় ও শুল্ক, বকেয়া **ঋণগ্রহীতা : ১. সঞ্জিত কুমার মাজি (সিসি) ২. সুজিত কুমার মাজি (এইচবিএল) এবং জামিনদাতাগণ : ১. সুজিৎ কুমার মাজি, ২. সঞ্জিত কুমার মাজি, ৩. রঞ্জিত কুমার মাজি, ৪. অজিত কুমার মাজির** কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য ৭০.৩৫ লাখ এবং বায়না জমা ৭,০৩,৫০০.০০ টাকা এবং ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

জমির পরিমাণ ৯.০৮৬ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা ভবন, মৌজা : কোতুলপুর, জেএল নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ৮৪৬৩, ৮৪৬৪, ৮৪৬৫, ৮৪৬৬, প্লট নং এলআর আরএস ৪৪৭৩, থানা : কোতুলপুর, জেলা : বাঁকুড়া, রঞ্জিত কুমার মাজি, অজিত কুমার মাজি, সুজিত কুমার মাজি, সঞ্জিত কুমার মাজি এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং I-৩১৩০/২০১৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কোতুলপুর।

সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

সম্পত্তি অনুসন্ধানের জন্য

ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট : URL: https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL: https://ibapi.in/	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও
	সম্পত্তি আইডি SBIN200011694632			

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, www.sbi.co.in, এমএসটিসি ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_Info_Login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

তারিখ: ০৫.০৪.২০২৪
স্থান: বর্ধমান

অনুমোদিত আধিকারিক
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল,পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পিন , ৭১২১০৩,
ফোন-(০৩৩)২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল- zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ" [অনুবিধি রুল ৮(৬) -তে দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, আগামী **২৪.০৪.২০২৪ তারিখে, সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা** পর্যন্ত বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শ্রী অভিজিৎ দাস,** পিতা- শ্রী অশোক কুমার দাস, বাসুদেবপুর, উমা পল্লী, পোস্ট-ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা হুগলী, ৭১২৫০৩, পঃবঃ. এবং **শ্রীমতী অমৃতা দত্ত** দাস (জামিনদার), স্বামী- অভিজিৎ দাস, বাসুদেবপুর, উমা পল্লী, পোস্ট-ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা হুগলী, ৭১২৫০৩, পঃবঃ **শাখা- ব্যান্ডেল বাজার**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : আমোদঘাটি, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯৩, মগরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : বাঘাটি, থানা : মগরা, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০১-১০৫১৪/২০১৭ তারিখ ০২.১১.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬০১, পৃষ্ঠা ১৪৮৮৭৮ থেকে ১৪৮৮৯১, **অভিজিৎ দাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সম্পত্তি দাগ নং ৫৯৪, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সম্পত্তি দাগ নং ৫৯৩।	**২৮,১৬,৪০১.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ ষোল হাজার চারশো এক টাকা মাত্র) (উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) ০৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী, তদুপরি ০৫.০৪.২০২৪ থেকে আরও সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ	ক) ২১,০০,০০০/- টাকা (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২,১০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ২০,০০০/- টাকা (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50458509990 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল
২.	**শ্রী শুভ্রাংসু বিশ্বাস,** পিতা- প্রয়াত অম্লাংসু বিশ্বাস, ৫৫/ পোদ্দার বাগান, লাইব্রেরি রোড, চাঁপদানি, পোস্ট ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, ৭১২১২৪, পঃবঃ (ঠিকানা), **শ্রীমতী সঙ্গীতা কর্মকার বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী শুভ্রাংসু বিশ্বাস, , ৫৫/ পোদ্দার বাগান, লাইব্রেরি রোড, চাঁপদানি, পোস্ট ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, ৭১২১২৪, পঃবঃ (ঠিকানা), **শাখা- পিপুলপাটি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ০২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ২৯১৬, এলআর দাগ নং ৪১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৬৫১১, মৌজা : ভদ্রেশ্বর, হোল্ডিং নং ৫৫/১, পোদ্দার বাগান,পো এবং থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা: হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৫০৩-২০০৯ সালের তারিখ ১৫.১০.২০০৯,বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ১৪৮১ থেকে ১৪৯৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর, **শুভ্রাংশু বিশ্বাসের নামে সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক,দক্ষিণে : রাম চন্দ্রর সম্পত্তি, পূর্বে : বরীন দে এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অমর কুমার দাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	**২৩,৬৭,৭৪৮.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) (উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) ০৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী, তদুপরি ০৫.০৪.২০২৪ থেকে আরও সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ	ক) ২০,০০,০০০/- টাকা (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ টাকা মাত্র) গ) ২০,০০০/- টাকা (মাত্র কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50438390921 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল
৩.	**মেসার্স সুভাসিনী মুড়ি ফ্যাক্টরি, স্বত্বাধিকারী- শ্রী প্রদীপ দে (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী তুষ্টু চরণ দে, গ্রাম ও পোস্ট- নালিকুল, পোস্ট অফিস মোড়ের কাছে, থানা- হরিপাল, জেলা হুগলী, ৭১২৪০৭। **শাখা- শেওড়াফুলী**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (দোকান) পরিমাণ ৫ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : নালিকুল, জেএল নং ১৪৭, এলআর দাগ নং ৬০/৬৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪, নালিকুল পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েত বড়গাছিয়া অধীন, থানা : হরিপাল, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল উল্লেখ্য দান দলিল নং ১০৬ -২০১১ সালের, তারিখ ১১.০১.২০১১, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১৪৪৬ থেকে ১৪৭৩, **শ্রী প্রদীপ দে এর নামে সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : চূড়ামন দে এর খালি জমি, দক্ষিণে : ১২ নং শ্রীরামপুর- তারকেশ্বর সড়ক, পূর্বে: ধর্মশালা, পশ্চিমে : চূড়ামন দে এর সম্পত্তি।	**৩০,৫০,৪২৮.০০ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশো আঠাশ টাকা মাত্র) (উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) ০৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী, তদুপরি ০৫.০৪.২০২৪ থেকে আরও সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ	ক) ৩৮,০০,০০০/- টাকা (আটত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৩,৮০,০০০/- টাকা (তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ২০,০০০/- টাকা (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50436489628 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল
৪.	**শ্রী অনুপম দাস (ঋণগ্রহীতা),** পিতা-প্রয়াত রণধীর দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, ৭১২২৪৬ ,পঃবঃ, **শ্রী রাজীব দাস (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত রণধীর দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, ৭১২২৪৬, পঃবঃ, **শ্রীমতী পম্পি দাস (জামিনদার),** স্বামী- অনুপম দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, ৭১২২৪৬, পঃবঃ, এবং **শ্রীমতী শম্পা দাস (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী রাজীব দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, ৭১২২৪৬, পঃবঃ, **শাখা- কোন্নগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্টআপ এরিয়া) ঢাকা এরিয়া ৬৪২ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থতলে, ঝিনুক অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত ভবনে, জেএল নং ৬, মৌজা : খড়দোবাহেরা, আরএস দাগ নং ১৭৭ এবং ১৭৪,সিএস দাগ নং ২১৯, এলআর দাগ নং ১০৭১,আরএস খতিয়ান নং ৭৪এইং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৬০/১, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা: হুগলি, প্রেমিসেস নং ২৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ২১৯০-২০১৫ সালের তারিখ ২৬.০৩.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৬৪৮১ থেকে ৬৪৯৮, অনুমপম দাস এবং রাজীব দাসের নামে সম্পত্তি।	**১৭,৫২,৪১৯.০০.০০ টাকা** (সতের লক্ষ বাহান্ন হাজার চারশো উনিশ টাকা মাত্র) (উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) ০৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী, তদুপরি ০৫.০৪.২০২৪ থেকে আরও সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ	ক) ১৩,৫০,০০০/- টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৩৫,০০০ /- টাকা (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50272032847 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ০৫.০৪.২০২৪ থেকে ২৩.০৪.২০২৪, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৪.২০২৪; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম :
https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)-এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৪.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গ্রামে তৃণমূলের হিংসার শিকার হচ্ছেন না তো? পঞ্চায়েত সদস্যাকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে মালদার এক বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। আর প্রধানমন্ত্রীর ফোন পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সদস্যা লতিকা হালদার। লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূলের অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন না তো? এমনই কথা প্রধানমন্ত্রী দলেরই ওই পঞ্চায়েত সদস্যাকে বলেন। আর তাতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং বিজেপির প্রার্থীকে জয়ী করার

কথা বলেছেন মালদার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ওই পঞ্চায়েত সদস্যা।

বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপির একটি নির্বাচনী সভায় বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। আর তাতেই রাজনৈতিক স্তরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গ্রামের মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী ফোন করে খোঁজ নিলেন তৃণমূল কোনো অত্যাচার করছে না তো? হিংসা ছড়াচ্ছে না তো?পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ফোন পেয়ে আপ্লুত বিজেপি দলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যা লতিকা হালদার বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন কাজ কেমন চলছে। তৃণমূল হিংসা ছড়াচ্ছে কিনা। লতিকা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন তিনি মহিলাদের একত্রিত করছেন তাই তৃণমূল সাহস পাচ্ছে না। পাশাপাশি দলের কার্যকর্তা হিসেবেও তিনি মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ করে যাচ্ছেন। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আপ্লুত, গর্বিত যে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ফোন করেছেন। এদিন হবিবপুরের কেন্দপুকুরে নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হন বিজেপির ওই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লতিকা হালদার। সেখানেই দলের জেলা নেতৃত্ব সামনেই প্রধানমন্ত্রীর ফোন প্রসঙ্গের বিষয়টি খোলসা করেন।

উত্তর মালদার বিজেপি দলের প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, এটাই হল আমাদের প্রধানমন্ত্রী। দুর্গম গ্রামের একজন দলীয় সদস্যার কেমন আছেন তারও খোঁজ খবর যেমন রাখেন। তেমনি গ্রামের সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী যথাসাধ্য ভাবে কাজ করে চলেছেন।

ত্রিশূল হাতে মহিষাসুরমর্দিনী মুদ্রায় বিষ্ণুপুরের অসুর বধের শপথ সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অনুব্রতর স্টাইলে চড়াম চড়াম ঢাক বাজিয়ে শতাব্দী প্রাচীন এক্তেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে স্থানীয়দের নকুলদানা খাইয়ে হাতে ত্রিশূল হাতে নিয়ে বিষ্ণুপুরের অসুরদের বধ করার শপথ নিলেন বিষ্ণুপুরের লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে জমে উঠছে সৌমিত্র খাঁ বনাম তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলের লড়াই। গরম যত বাড়ছে ততই দুই প্রাক্তনীর বাগযুদ্ধে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে প্রাচীন মল্লগড়ে। এবার নাম না করে হাতে ত্রিশূল নিয়ে বিরোধী শিবিরকে কার্যত বধ করার শপথ নিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল।

এদিন দুপুরে প্রচার শুরুর আগেই দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া শহরের শতাব্দী প্রাচীন এক্তেশ্বর মন্দিরে হাজির হন সুজাতা মণ্ডল। নিজে হাতে চড়াম চড়াম ঢাক বাজিয়ে সুজাতা মন্দিরে যান। সেখানে ভক্তিভরে পুজো দেন। পুজো দেওয়ার পর মন্দিরে থাকা একটি ত্রিশূল হাতে নিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী মুদ্রায় দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপুর থেকে অসুর বধের শপথ নেন। অসুর বলতে এদিন নির্দিষ্ট কাউকে রাজনৈতিক ভাবে বধের শপথ নিলেন কী সুজাতা? তা এদিন স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে তাঁর লক্ষ্য যে বিরোধীরা তা এদিন বলতে কসুর করেননি তিনি।

সুজাতা মণ্ডলের এমন কাণ্ডকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী তথা সুজাতার প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁ। সৌমিত্র খাঁর কটাক্ষ, 'আমাকে তো আগেই বধ করে দিয়েছেন। দয়া করে আর বিষ্ণুপুরের মানুষকে বধ করবেন না। আগে আমি একা জ্বলতাম, এখন গোটা বিষ্ণুপুরের তৃণমূল জ্বলছে। তাই তাঁকে আর বধ করার সুযোগ দেবেন না বিষ্ণুপুরের মানুষ।'

নির্বাচন কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে ঝাড়গ্রামে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে ঝাড়গ্রাম শহরে পৌঁছলেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ কলেজ ময়দানে কপ্টার থেকে নেমে শহরের একটি রিসর্টে লোকসভার নির্বাচন কমিটির সদস্যদের নিয়ে

বৈঠক করেন। আগামী লোকসভা ভোটে লড়াইয়ের কৌশল কি হবে বৈঠকে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা সভাকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় ঝাড়গ্রাম শহর। নির্বাচন কমিটির অন্যান্য নেতৃত্বদের সঙ্গে আলোচনায় জেলার চারজন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্র নাথ মাহাতো, দেবনাথ হাঁসদা, বীরবাহা হাঁসদা, দুলাল মুর্মু সহ প্রার্থী কালীপদ সরেন উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থীকে একহাত নিয়ে প্রশাসনের সমালোচনায় শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের একজন গুণধর পুলিশের প্রাক্তন আইপিএস অফিসার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। শাহজাহানের মতো ওই পুলিশকর্তা। যেমন, শাহজাহানের মাতৃমঙ্গলের সঙ্গে নোংরা আচরণের অভিযোগ রয়েছে। ঠিক এরকমই সবগুণ রয়েছে এখানকার প্রার্থীর মধ্যে। এমনকী ওই আইপিএস কর্তা মালদায় তখন কর্মরত ছিলেন, তখন তিনি বুথ র‍্যাগিং থেকে ছাপ্পা ভোটেও সহযোগিতা করেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তর মালদা তৃণমূল প্রার্থীর নাম না করে এই ভাবেই কড়া সমালোচনা করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এদিন আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকের কেন্দপুকুর হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে একটি নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উত্তর মালদার বিজেপি দলের প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ খগেন মুর্মুর সমর্থনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

এদিনের এই নির্বাচনে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এখন দিদি থেকে পিসি হয়েছে। আসলে পরিবারতন্ত্র নিয়েই রাজনীতি চলছে। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের কোনো ভূমিকা নেই। তৃণমূল এখন তোলামূল ও চোরদের পার্টিতে পরিণত হয়েছে। আর এই চোরেদের সমর্থন করছে ইন্ডিয়া জোটের সেই সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধিরা। তৃণমূল ইন্ডিয়া জোটকে সঙ্গে নিয়ে মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড় সহ একাধিক রাজ্যে চলছে। আর এখানে নির্বাচন এলেই বিভাজন দেখাচ্ছে। এটা হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা দেশ যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চাইছে, আর সেখানে এই চোরদের দল দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখছে।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী আরো বলেন, এরাজ্যে স্বাস্থ্যসাথী বলে একটি কার্ড চালু হয়েছে। রাজ্যের যেকোনও বেসরকারি নার্সিংহোম ও হাসপাতালে নিয়ে গেলেই সেই কার্ডের কোনও গুরুত্ব থাকছে না। অথচ প্রধানমন্ত্রী মোদিজি ইতিমধ্যে পাঁচ কোটি মানুষকে পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবীমা কার্ড করে দিয়েছে। যেটা এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ঠিকমতো চালু করতে দেওয়া হচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এইমসের মতো উন্নততর হাসপাতাল রয়েছে, হার্ট থেকে শুরু করে ক্যান্সারের চিকিৎসা রয়েছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া স্বাস্থ্যবীমার কার্ডের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বাইরে রাজ্যে কোনও গুরুত্ব নেই।

শুভেন্দু অধিকারী আরো বলেন, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী আরামবাগের সভায় এসে বলে গিয়েছিলেন ৪৫ হাজার কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছে। অথচ এই সরকার বলেছে নাকি ৪০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরি করতে পেরেছে। যাদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, তারা এই টাকা পেয়েছে। প্রকৃত গরিব মানুষেরা কেন্দ্রের আবাস যোজনা প্রকল্পের টাকা পাননি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব মানুষদের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। সে নিয়ে বিপুল আর্থিক দুর্নীতি করেছে তৃণমূলের সরকার। গোয়ালঘর দেখিয়ে বাড়ির টাকা হরফ করে নেওয়া হয়েছে। ফসল বীমা যোজনায় কৃষকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। উজ্জালা প্রকল্পের রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন দুঃস্থ মানুষেরা। কিন্তু এসব প্রকল্প এরাজ্যে কৌশলগতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেনি তৃণমূল সরকার। তাই এবারে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করতেই উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে দল। দেশে তৃতীয়বারের মতো মোদি সরকার গঠনের পথেই এগিয়ে চলেছে বিজেপি যা সফল করবে সাধারণ মানুষ।

প্রতিপক্ষ নেই তো প্রচার ছেড়ে বাড়িতেই বসুন, শতাব্দীকে কটাক্ষ মিল্টনের

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

'প্রতিপক্ষ নেই তো প্রচার ছেড়ে বাড়িতেই বসুন' নাম না করে শতাব্দী রায়ের মন্তব্যের পাল্টা কটাক্ষ করলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মিল্টন রশিদ। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে জেলা সিপিআইএমের দপ্তর থেকে মিছিল শুরু করার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই মন্তব্য মিল্টন রশিদের। জোট প্রার্থী এবং বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা অনেক পরে হয়েছে, তার আগেই দেওয়াল লিখন, কর্মিসভা এবং জনসভা করে নির্বাচনী ময়দানে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী সাংসদ শতাব্দী রায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শতাব্দী বলেছিলেন, 'রাজ্যের উন্নয়নে সাধারণ মানুষ অনেক সুযোগ পেয়েছেন, উপকৃত হয়েছেন এখানে প্রতিপক্ষ বলে কেউ আর নেই।' বৃহস্পতিবার তাই প্রচারের আগে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী বলেন, উনি তো 'মমতার পায়রা'

হয়ে এসেছিলেন আমরা সেই সময় সঙ্গী ছিলাম, তারপরের বার বিধানসভায় কংগ্রেস ভালো ফল করেছিল। এবার আবার বাম কংগ্রেস জোট হয়েছে আমরা আমাদের পুরনো ভোটারদের নিজেদের দিকে আনতে পারব। লড়াই হবে নির্বাচনী ময়দানে। তারপরেই তার সংযোজন 'প্রতিপক্ষ না থাকলে উনি এত প্রচার করছেন কেন বাড়িতে থাকলেই তো পারেন'।

পুরপিতার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: নিজে একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উদ্যোগ ছিল বরাবরই। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সফল উদ্যোগের সার্থক প্রয়োগ করে দেখালেন বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। তার ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাচাদের পড়াশুনোয় উৎসাহ দিতে বৃহস্পতিবার স্কুলেই প্রদর্শিত হল পুতুল নাচ। এদিন পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে যেমন শিশুদের আনন্দ দেওয়া হল তেমনই তাদের প্রয়োজনীয় পাঠও দেওয়া হল। ফলে শিশুরা বেজায় খুশি।

বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড মূলত আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পরা মানুষের বাস। তার মধ্যে দীর্ঘদিন ওয়ার্ডটি বামেদের দখলে ছিল। গত পুর নির্বাচনে প্রথম ওয়ার্ডটি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ সুমিত কুমার সাহা জয় পান। ক্ষমতায় এসেই রাজ্য সরকারের নানান উন্নয়ন মুখী প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন পুরপিতা। চিকিৎসক পুরপিতা আগেই রামকৃষ্ণপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় প্রথম স্মার্ট ক্লাস চালু করে নজর কেড়েছিলেন। এবারও তার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, সিসিআরটি তথা সেন্টার ফর কালচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ট্রেনিং এর মাধ্যমে পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে পড়াশুনা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন করা হল। এই প্রসঙ্গে পুরপিতা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগের মধ্যেদিয়ে স্কুল ছুটের সংখ্যা কমিয়ে শিশুদের স্কুলমুখী করতে চাইছেন। এদিনের উদ্যোগও তারই অঙ্গ। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা মণ্ডল ঘোষল পুরপিতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এমন উদ্যোগ বারাসাতে প্রথম। পড়াশুনার পাশাপাশি এমন উদ্যোগের কারণে বিদ্যালয়ের প্রচার প্রসার যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে পড়ুয়াদের সংখ্যা।

নির্বাচনী রণকৌশল তৈরি করতে মালদার টাউনহলে ম্যারাথন বৈঠক করল তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনের জোরদার রণকৌশল তৈরি করতেই দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলির সঙ্গে দিনভর মতামত বিনিময় করল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের দুই প্রার্থীদের উপস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দিনভর চলে এই ম্যারাথন বৈঠক। যেখানে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, যুব সংগঠন, সংখ্যালঘু সংগঠন, ছাত্র সংগঠন এরকম একাধিক সংগঠনগুলিকে নিয়েই ধাপে ধাপে এই দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন মালদা টাউন হলে দলের নির্বাচনী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি, শাহনাওয়াজ আলি রায়হান, দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, অপর বিধায়ক সমর মুখার্জি, তৃণমূলের জেলার মহিলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা দলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার প্রমুখ।

এদিন দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তৃণমূলের প্রতিটি শাখা সংগঠনের সঙ্গে ধাপে ধাপে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা ধরে নির্বাচনী সভা এবং মতামত বিনিময় করা হয়। এদিন প্রথমেই তৃণমূলের মহিলা শাখা সংগঠনের কর্মীদের উপস্থিতিতেই শুরু হয় নির্বাচনী আলোচনা সভা। এরপর তৃণমূলের যুব সংগঠন, পরবর্তীতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি, সংখ্যালঘু সংগঠন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে দিনভর চলে এই নির্বাচনী আলোচনা সভা। এই সভায় মূলত মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

এদিন তৃণমূলের মহিলা শাখা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার বলেন, মহিলাদের ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে সঠিক রণকৌশল তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলায় অন্তত ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ মহিলা মহিলা ভোটার রয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রতিটি বুথ স্তরে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার করবে। পাড়ায় পাড়ায় ১০ থেকে ১২ টি পরিবারের মহিলাদের সঙ্গবদ্ধ করে নির্বাচনী আলোচনা করা হবে। যদিও এখন রমজান মাস চলছে। ঈদ পেরলে প্রতিটি বুথ স্তরে ১০ থেকে ১৫ জনের মহিলা কমিটি তৈরি করে এই নির্বাচনী প্রচার শুরু করা হবে। দিনে অন্তত দুই ঘণ্টা করে মহিলারা নির্বাচনী প্রচারে সময় দিবেন। সেখানেই লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে শুরু করে মহিলাদের নানান সমস্যার কথা আমরা ভোটারদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করব।

এদিন এই বৈঠক প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, দলের দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে নিয়েই এদিন তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের উপস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী বৈঠক হয়েছে। শুক্রবারও আরো কয়েকটি পর্যায়ে বৈঠক করা হবে। জেলায় তৃণমূল দলের যে বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলি রয়েছে সেগুলি কিভাবে কাজ করবে, সেক্ষেত্রেই দুই প্রার্থীর উপস্থিতিতেই এনিয়ে আলোচনা হয়েছে। শাখা সংগঠনিকগুলির নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, এদিন তাদের সঙ্গে দলের দুই প্রার্থীর মতামত বিনিময় করা হয়। আমাদের লক্ষ্য এখন বিপুল ভোটে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের জয়ী করানো।

শীতলকুচি কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত হলে বহু রহস্য উন্মোচিত হবে

দাবি বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: শীতলকুচি কাণ্ডে রাজ্যের বড় মাথার বিরুদ্ধে এফআইআর আছে, সিবিআই তদন্ত হলে পুরোটাই সামনে আসবে। এমনই মন্তব্য করলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর। একেবারে শেষ পর্যায়ে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাম ঘোষণা করেছে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধরের আর তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বীরভূমের মাটিতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছেন এই দুঁদে অফিসার। বুধবার তারাপীঠ নলাটেশ্বরী মন্দিরের পুজো দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বরে পুজো দিয়ে কর্মীদের

সঙ্গে চায়ে পে চর্চায় যোগ দেন পরে তিনি ভোট প্রচারেও বের হন, তবে তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে শীতলকুচির প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিনি বলেন, শীতলকুচির ঘটনায় তিনি স্তম্ভিত, কোনওভাবেই তিনি ঘটনায় যুক্ত ছিলেন না, সিআইডি তার বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু করে, তিনি কম্পালসারি ওয়েটিং এ চলে যান, তার দাবি তিনি দোষী নন তাই তিনি আজ এখানে রয়েছেন। তবে শীতলকুচি কাণ্ডে মুখ খুলেছেন, তিনি বলেছেন, 'শীতলকুচি কাণ্ডে রাজ্যের একটি বড় মাথার বিরুদ্ধে এফআইআর আছে, সিবিআই তদন্ত হলে পুরো ঘটনা উন্মোচিত হবে।'

অসীম সরকারের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল। 'বহিরাগত চতুর্থ শ্রেণি পাশ অসীম সরকারকে মানছি না মানব না' লেখা পোস্টার পড়ল বর্ধমানে। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী অসীম সরকারের বিরুদ্ধে বর্ধমানের পাটুলি, বড়গাছি, কালেখাতলা সহ একাধিক জায়গায় পোস্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাজাজুড়ে।

এনিয়ে অসীম সরকারের দাবি, 'যদি কেউ পোস্টার দিয়ে থাকে, তা হলে বিজেপির লোক দিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না, প্রকৃত বিজেপি হলে এমন পোস্টার তাঁরা দেবেন না।' এ বিষয়ে পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই কাজ বিজেপিরই বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের ফল। ভোটের দিন যত কাছে আসবে, বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল ততই সামনে আসবে। বর্ধমান পূর্বের বিজেপির প্রার্থীকে তাঁদের দলের কর্মীরাই পছন্দ করছে না তো মানুষ কেন তাঁকে ভোট দেবে।'

উলুবেড়িয়ায় প্রার্থী দিতে চলেছে কংগ্রেস

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। বলাই বাহুল্য তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই রাজনৈতিক দলই নিজেদের মতো প্রচার চালাচ্ছে। ঘরে ঘরে জনসংযোগ থেকে শুরু করে মাঝারি মাপের মিটিং মিছিল করেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু এখনো প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোট। উল্লেখ্য, নির্বাচনের দিন ঘোষণার অনেক আগেই আইএসএফ নেতা ও বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। আইএসএফ ৮টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেও উলুবেড়িয়া লোকসভার জন্য এখনো প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি। যদিও সূত্রের খবর, বাম কংগ্রেস জোটে যেই প্রার্থী দিক না কেন আইএসএফ কিন্তু প্রার্থী দেবে এমনটাই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন আইএসএফের এক জেলা নেতা। তবে একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়া লোকসভায় প্রার্থী দিতে চলেছে কংগ্রেস। বাম কংগ্রেস জোটে প্রার্থী হিসেবে ইতিমধ্যেই কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে দু'একটি নাম ঘোরাফেরা করছে। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভান্ডারী জানান, হাওড়ায় দুটি আসনের মধ্যে বাম কংগ্রেস এবং আইএসএফ জোটে প্রার্থী হিসেবে ইতিমধ্যেই হাওড়াকে ছেড়ে দিয়েছে কংগ্রেস। আমরা উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রটিতে লড়াই করার দাবি জানাচ্ছি। সে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কোনও জেলাবাসীকে প্রার্থী করার কথা প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।' হাওড়া লোকসভায় এই জোটে প্রার্থী হিসেবে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছেন। জোটের সূত্র অনুযায়ী উলুবেড়িয়া লোকসভাটি কংগ্রেসের পাওয়ার কথা। রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত হাওড়া জেলার রাজনীতিতে উলুবেড়িয়া লোকসভায় কংগ্রেসের গুরুত্ব জানান দিতে কংগ্রেসের প্রার্থী দেওয়া প্রয়োজন। তাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এই আসনটি কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। অন্যদিকে সিপিএমের হাওড়া জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন সবটাই আলাপ আলোচনার স্তরে রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য নেতৃত্ব। এদিকে উলুবেড়িয়া রাজনৈতিক মহলের অভিমত এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী দিলে বাম ভোটের একটা বড় অংশ বিজেপির দিকে চলে যেতে পারে। আর সেক্ষেত্রে বিজেপির কিছুটা সুবিধা হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে সিপিএমের প্রার্থী হলে কংগ্রেসের ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে যেতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাই 'কংগ্রেস প্রার্থী দিলে বাম ভোট রামে যাবে আবার সিপিএম প্রার্থী দিলে কংগ্রেসের ভোট টিএমসিতে যাবে, এই অংকের দিকে এখন তাকিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি দুই পক্ষ।

ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার তিন জঙ্গি

লখনউ, ৪ এপ্রিল: ভারত-নেপালের সোনাউলি সীমান্তের কাছ থেকে বৃহস্পতিবার তিন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। ধৃতদের মধ্যে দু'জন পাকিস্তানের এবং তৃতীয় জন জম্মু-কাশ্মীরের বলে জানিয়েছে এটিএস।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এটিএসের একটি দল সোনাউলিতে পৌঁছয়। নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার সময়েই তিন জঙ্গিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে নিরাপত্তাবাহিনী। তার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ভারতে বড় কোনও হামলার পরিকল্পনা ছিল কি না, ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা করা হবে বলে এটিএস সূত্রে খবর।

এটিএস জানিয়েছে, ধৃতেরা হলেন মহম্মদ আলতাফ বাট। তিনি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা। ইসলামাবাদের বাসিন্দা সৈয়দ গজনফর। তৃতীয় জঙ্গি নাসির আলি জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা। এটিএস আরও জানিয়েছে, আলতাফ হিজবুল মুজাহিদিনের শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান থেকে।

তদন্তে এটিএস আরও জানতে পেরেছে যে, নেপালের কাঠমান্ডুতে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের এক 'হ্যান্ডলার'-এর সঙ্গে আলতাফের সাক্ষাৎ হয়। সেই 'হ্যান্ডলার' আলতাফ এবং সৈয়দের ভুয়ো আধার কার্ড এবং অন্যান্য নথিপত্র তৈরি করে দেন। তার পর তাঁরা ভুয়ো নথি এবং পরিচয়ে নেপাল থেকে উত্তরপ্রদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন জম্মু-কাশ্মীরের নাসির। মঙ্গলবার তিন জনে উত্তরপ্রদেশ থেকে নেপালে বাসে করে যাচ্ছিলেন। সেই বাস তল্লাশি চালানোর সময় নিরাপত্তাবাহিনী তিন সন্দেহভাজনকে আটক করে। তাঁদের জেরা করার পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুই পাক জঙ্গি অনেক দিন ধরে ভারতে ছিলেন। মঙ্গলবার নেপাল পালানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দারা নিরাপত্তাবাহিনীকে সতর্ক করে দেয়। তার পরই গ্রেপ্তার করা হয় তিন জঙ্গিকে।

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পরই সঞ্জয় নিরুপমের মুখে 'জয় শ্রীরাম'

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন সাংসদ সঞ্জয় নিরুপমের মুখে শোনা গেল 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান! সেই সঙ্গে মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বললেন, 'কংগ্রেস এখন একটি ভেঙে পড়া রাজনৈতিক দল।'

নিরুপম বৃহস্পতিবার দুপুরে বলেন, 'কংগ্রেসে এখন পাঁচটি ক্ষমতার কেন্দ্র রয়েছে; প্রথম সোনিয়া গান্ধি, দ্বিতীয় রাহুল গান্ধি, তৃতীয় প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, চতুর্থ কংগ্রেস সভাপতি (মল্লিকার্জুন খাড়গে) এবং পঞ্চম কেসি বেনুগোপাল।' সোনিয়া-রাহুল-খাড়গের দলকে এখন 'সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল বলা যায় না' দাবি করে তাঁর মন্তব্য, 'কংগ্রেসের অবস্থা এখন বিহারের কারখানাগুলির মতো।'

দলবিরোধী কাজের অভিযোগে বুধবার রাতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব ছ'বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছেন তাঁকে। যদিও নিরুপম বৃহস্পতিবার সকালে দাবি করেন, এআইসিসি-র তরফে বহিষ্কারের ঘোষণার আগেই তিনি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি পাঠিয়ে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এর পর সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর স্লোগানের পর মরাঠা রাজনীতিতে জল্পনা, তিনি এ বার বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন।

প্রসঙ্গত, নিরুপমকে বুধবার সকালে লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রের 'তারকা প্রচারক' তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল কংগ্রেস। প্রকাশ্যে দলীয় সিদ্ধান্তের সমালোচনা করায় তাঁকে বহিষ্কার করা হতে পারে বলেও এআইসিসির একটি সূত্র সে সময় জানিয়েছিল। শেষমেশ রাতে সেই পদক্ষেপই করেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। লোকসভা ভোটে মুম্বইয়ে আসন সমঝোতা নিয়ে উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা (ইউবিটি)-র আচরণে ক্ষুব্ধ নিরুপম গত সপ্তাহে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন। তার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের জল্পনা দানা বেঁধেছিল।

কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে, মুম্বইয়ের একটি আসন থেকে নিরুপম লড়তে চাইলে তাতে উদ্ধব-শিবির আপত্তি জানিয়েছিল। তা নিয়েই ক্ষুব্ধ হন তিনি। নিরুপম গত সপ্তাহে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধবের বিরুদ্ধে খাদ্য দুর্নীতিরও অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। একদা প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরের ঘনিষ্ঠ নিরুপম পরবর্তী সময়ে শিবসেনা ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথমে রাজ্যসভা এবং ২০০৯ সালে মুম্বই উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদও হয়েছিলেন।

'রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাবেই ভারত'

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: দীর্ঘদিন ধরেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের দাবি জানাচ্ছে ভারত। যত দিন যাচ্ছে এই দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। এবার ফের একবার এই এনিয়ে সুর চড়ালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস খুব শীঘ্রই ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাবে।

বুধবার গুজরাতের রাজকোটে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখার সময় উঠে আসে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের প্রসঙ্গ। তখন আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে জয়শংকর বলেন, 'স্থায়ী সদস্যপদ আমরা পাবই। তার জন্য ভারতকে প্রতিনিয়ত চাপ বাড়াতে হবে। নিজেদের দাবি জানিয়ে যেতে হবে। এখন আমি অনুভব করছি বিশ্ব একটা পরিবর্তন খুঁজছে। এই পরিবর্তন রাষ্ট্রসংঘেও আসা উচিত। যাতে ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পায়। বিভিন্ন দেশ এই বিষয়ে নিজেদের মতামত দিচ্ছে। আলোচনাও চলছে। সেখানে প্রতিটি দেশ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছে। ভারত, জাপান, জার্মানি এবং ব্রাজিল একটি ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছে। আমরা আমাদের দাবি আগামিদিনেও জানাব।'

কীভাবে এই স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে তার উত্তরে জয়শংকর বলেন, 'বিশ্ব অনুভব করছে যে রাষ্ট্রসংঘ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে অচলাবস্থা ছিল। এমনকী গাজা যুদ্ধেও ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের স্থায়ী আসন পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে।' এর আগে একাধিকবার রাষ্ট্রসংঘের অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। কয়েকমাস আগে এক অনুষ্ঠানে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়েছিলেন, '১৯৪০ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় ৫০টি দেশ এর সদস্য ছিল। এখন দুশোর বেশি দেশ এর সদস্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘেরও পরিবর্তন হবে। জনসংখ্যার নিরিখে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারত আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ। এরপরেও ভারতকে এখনও রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হচ্ছে না। এতে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। ইতিহাস আমাদের সাক্ষী আছে, রাষ্ট্রসংঘে পরিবর্তন আসবে। যারা আমাদের পথে বাধা দিচ্ছে,তারা শুধু চেষ্টাই করে যাবে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।'

তেলঙ্গানায় পানীয় জলের ট্যাংকে ৩০ টি হনুমানের দেহ

চাঞ্চল্য এলাকায়

অমরাবতী, ৪ এপ্রিল: পানীয় জলের ট্যাংকে ভাসছে ৩০ টা হনুমানের দেহ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তেলঙ্গানার নালগোন্ডা জেলায়। কীভাবে একসঙ্গে এতগুলো হনুমানের মৃত্যু হল তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে সেখানকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য নিয়েও। যা নিয়ে সেরাজ্যের শাসকদল কংগ্রেসকে তোপ দেগেছে ভারত রাষ্ট্র সমিতি।

জানা গিয়েছে, বুধবার নালগোন্ডার ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পানীয় জলের ট্যাংক থেকে দুর্গন্ধ পান। তার পর দেখা যায় ট্যাংকে ভাসছে অনেক হনুমানের দেহ। সংখ্যাটা নয় নয় করে অন্তত তিরিশ। যা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় বাসিন্দাদের। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এসে দেহগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ট্যাংকটির ধাকনা কোনওভাবে খোলা ছিল। সেখানে পড়ে গিয়েই আটকে যায় হনুমানগুলো। মর্মান্তিক এই ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিকে তোপ দাগেন তেলঙ্গানার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিআরএসের বিধায়ক কেটি রামা রাও। ক্ষোভ উগরে তিনি লেখেন, 'রেবন্ত রেড্ডির সরকার মানুষের স্বাস্থ্যের থেকেও রাজনীতিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। তেলঙ্গানার পুর বিভাগের অবস্থা খুবই লজ্জাজনক। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর দেওয়া হয় না। সমস্ত প্রোটোকল অবহেলা করা হচ্ছে।'

২০ ঘণ্টা পর ১৬ ফুট নলকূপ থেকে জীবিত উদ্ধার ছোট্ট সতীশ

বেঙ্গালুরু, ৪ এপ্রিল: দীর্ঘ ২০ ঘণ্টা ধরে উদ্ধার অভিযান চালানোর পর অবশেষে হাসি ফুটল উদ্ধারকারীদের মুখে। নলকূপের ভিতর থেকে জীবিত অবস্থার বার করে নিয়ে আসা হল দু'বছরের সাত্ত্বিক সতীশ মুজাগোন্দকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন উদ্ধারকারীরা। উদ্ধারকাজে ভিড় জমানো জনতা হাতহালি দিয়ে সেই সাফল্য উদ্যাপন করলেন।

ঘটনাস্থল কর্নাটক। রাজ্যের লাচিয়ানা গ্রামের ১৬ ফুট গভীর একটি খোলামুখ নলকূপে বুধবার পড়ে গিয়েছিল ছোট্ট সতীশ। তার পর থেকেই উৎকণ্ঠায় কেটেছে তার পরিবারের সদস্যদের এবং গ্রামবাসীদের। সতীশকে উদ্ধারের জন্য ডাক পড়ে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ)। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ নলকূপে পড়ে গিয়েছিল শিশুটি। প্রথমে স্থানীয়ভাবে শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সতীশ দু'টি পাথরের খাঁজে এমন ভাবে আটকে ছিল যে, সেই উদ্ধারকাজ ছিল যেমন ঝুঁকিবহুল, তেমনই কঠিন।

ফলে ডাক পড়ে এনডিআরএফের। তত ক্ষণে ১৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। খবর পাওয়ার পরেই ওই গ্রামে হাজির হন উদ্ধারকারীরা। তার পর দু'ঘণ্টার মধ্যেই ছোট্ট সতীশকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন এনডিআরএফের সদস্যেরা। উদ্ধারকারী দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, নলকূপের ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু দু'টি পাথরের খাঁজে সতীশ যে ভাবে আটকে ছিল, তাতে অনেক বেশি ঝুঁকি ছিল। তার মধ্যে সে পড়ে যাওয়ার পর ১৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। ভিতরে অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছিল যাতে শিশুটির কোনও রকম সমস্যা না হয়। ক্যামেরা পাঠিয়ে শিশুটির অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা হয়। অত্যন্ত কৌশলে নলকূপের পাশ থেকে সমান্তরালভাবে গর্ত খুঁড়ে শিশুটিকে বার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়ির কাছেই রয়েছে নলকূপটি। বাইরে খেলার সময় নলকূপে পড়ে যায় সে। মাথা নীচে পা উপরের দিকে ছিল তার। স্থানীয় এক বাসিন্দা নলকূপের ভিতর থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ পেতেই প্রতিবেশীদের খবর দেন। তখন খোঁজ পড়ে সতীশের। তার পরই তার উদ্ধারকাজের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে।

আসন্ন ব্রিটেন নির্বাচনে ধরাশায়ী হবে সুনাকের দল, দাবি সমীক্ষার

লন্ডন, ৪ এপ্রিল: ব্রিটেনের ইতিহাসে সর্বকালের নিকৃষ্টতম ফলাফল করতে চলেছে ঋষি সুনাকের দল। চলতি বছরের শেষে ব্রিটেনে নির্বাচন হবে। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, সেখানে ধরাশায়ী হবে সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টি। একধাক্কায় ২১০টি আসন হারাবে তারা। সরকার গড়বে দেশের প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কের স্টারমারের দল।

মোট ১৮ হাজার ব্রিটিশ নাগরিকের উপর সমীক্ষা চালিয়েছে সেদেশের একটি সংস্থা। সেখানেই উঠে এসেছে এই তথ্য। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী নির্বাচনে মোট ৪০৩টি আসন পাবে লেবার পার্টি। বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ২০২টি আসন রয়েছে তাদের। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনে তার থেকে ২০১টি আসন বাড়বে। সরকার গড়ার জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ৩২৬টি আসন। সেটা অনায়াসে পেয়ে যাবে লেবার পার্টি, বলছে সমীক্ষার রিপোর্ট। এই রিপোর্টের চেয়েও বেশি আসন যেতে পারে লেবার পার্টির দখলে, এমনটাও অনুমান রয়েছে সেদেশের রাজনৈতিক মহলে।

কেবল লেবার পার্টির সাফল্যই নয়, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের দলের 'বিপর্যয়ের' কথাও সমীক্ষায় উঠে এসেছে। জনতার মতে, একধাক্কায় ২১০টি আসন হারাবে কনজারভেটিভ পার্টি। ব্রিটেনের নির্বাচনী ইতিহাসে কোনওদিন এত খারাপ ফলাফল করেনি ঋষি সুনাকের দল। ১৯৯৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মোট ১৬৫টি আসন পেয়েছিল

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কুর্সিতে ফের ট্রাম্প বসবেন, পূর্বাভাস সমীক্ষার

ওয়াশিংটন, ৪ এপ্রিল: আসন্ন মার্কিন মুলুকে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পই জিতেবন, এমনই পূর্বাভাস দিল আমেরিকার একটি সমীক্ষা। জো বাইডেনকে একেবারে মুছে দিয়ে ফের কুর্সিতে বসতে চলেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, সেই তথ্যই উঠে এসেছে সমীক্ষার রিপোর্টে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির জন্য বাইডেনকেই দায়ী করেছে আমজনতা।

সবমিলিয়ে সাতটি প্রদেশে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তার মধ্যে ছটিতেই ট্রাম্পের পক্ষে মত দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। পেনসিলভ্যানিয়া, মিশিগান, অ্যারিজোনা, জর্জিয়া, নেভাডা ও নর্থ ক্যারোলিনায় এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে এই নেভাডাতেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরে হেরে গিয়েছিলেন রিপাবলিক নেতা। তবে চার বছর পরে সেই নেভাডাতেই জেতার মতো পরিস্থিতিতে রয়েছেন ট্রাম্প। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে অন্তত দুই থেকে আট শতাংশ বেশি ভোট পেতে পারেন তিনি।

সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, একটিমাত্র প্রদেশে ট্রাম্পের থেকে এগিয়ে রয়েছেন বাইডেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়, প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে আমজনতার মনে। তা সত্ত্বেও ট্রাম্পকেই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে চাইছে আমেরিকা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান সরকারের ভুলেই ভেঙে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাইডেন আদৌ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কিনা, সেই নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, শারিরিকভাবে ফিট নন বলেই বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শেষেই আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ইতিমধ্যেই কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বাইডেন বনাম ট্রাম্প লড়াই। ভোটের আগেই বাইডেনকে একাধিকবার তোপ দেগেছেন ট্রাম্প। আগামী নির্বাচনে জিতবেন তিনিই, আভাস দিচ্ছে সমীক্ষা।

তাইওয়ানের পর ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান

টোকিও, ৪ এপ্রিল: তাইওয়ানের পর জাপান। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সকাল প্রায় পৌনে ৯টা নাগাদ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে উদীয়মান সূর্যের দেশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দেশের পূর্ব উপকূলের হোনশু দ্বীপে শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয়। কেঁপে ওঠে রাজধানী টোকিও। তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৭ টা ৫৮ মিনিট নাগাদ ব্যাপকভাবে কেঁপে ওঠে কার্যত গোটা তাইওয়ান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৪। এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ রয়েছেন প্রায় ৫২ জন। আহত হয়েছেন হাজারের কাছাকাছি। ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে ব্যাপক। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। বড়সড় এই কম্পনের জেরে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়ে তাইওয়ানে। এছাড়াও সুনামি সতর্কতা ছিল দক্ষিন জাপান ও ফিলিপিন্সেও।

বলে রাখা ভালো, জাপান ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। অতীতে বহু ভয়াবহ ভূমিকম্পের সাক্ষী থেকেছে এই দেশ। চলতি বছরের প্রথম দিনেই রিখটার স্কেলে ৭.৬ মাত্রায় কেঁপে উঠেছিল জাপান। কম্পনের পর আছড়ে পড়েছিল সুনামিও। দু'দিন পরেও আফটার শক চলেছে সেদেশে। ওই সময় প্রকৃতির রুদ্ররোষে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৩২ জন।

আমেঠীবাসীদের ঠকিয়েছেন, ওয়েনাড়ের মানুষদেরও ঠকাবেন

রাহুলকে কটাক্ষ স্মৃতির

ওয়েনাড়, ৪ এপ্রিল: রাহুল গান্ধিকে ঠকবাজ বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি বলেন, রাহুল আমেঠীবাসীদের ঠকিয়েছেন। আর এবার ওয়েনাড়ের মানুষদের সঙ্গেও একই কাজ করতে চলেছেন। বৃহস্পতিবার ওয়েনাড়ে বিজেপি প্রার্থী কে সুরেন্দ্রনের প্রচারে এসে এভাবেই রাহুল গান্ধিকে একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

স্মৃতি বলেন, আমেঠীতে বিজেপি ৪ লক্ষ পরিবারকে শৌচাগার করে দিয়েছে। কংগ্রেস সেখানে ৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল। কিন্তু সেই আমলে সেখানকার মানুষ কিছুই পায়নি। পরিবারতন্ত্রের কথা বলে কংগ্রেস এবার ওয়েনাড়ের মানুষকে ঠকাতে চলেছেন।

প্রসঙ্গত, বুধবারই ওয়েনাড় থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি লোকসভা ভোটে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তিনি বোন প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে করে একটি রোডশো করেন। এরপর রাহুল বলেন, এটি তাঁর নিজের ঘর, এখানকার মানুষই তাঁর পরিবার। এদিন রাহুলকে কটাক্ষ করে স্মৃতি বলেন, আইএনডিএ জোটও রাহুলকে তাঁদের নেতা হিসাবে মেনে নেয়নি, ওয়েনাড় বাসীও মেনে নেবেন না।

তাইওয়ানের ভূমিকম্পে এখনও নিখোঁজ ২ জন ভারতীয় সহ ৫২ জন

তাইপেই সিটি, ৪ এপ্রিল: বুধবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তাইওয়ান। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.৪। এখনও পর্যন্ত এই বিপর্যয়ে ৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের কবলে পড়ে নিখোঁজ অন্তত ৫২ জন। তাঁদের মধ্যে ২ জন ভারতীয়ও রয়েছেন। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ।

জানা গিয়েছে, নিখোঁজ দুই ভারতীয়ের মধ্যে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ। ভূমিকম্পের আগে তাঁদের শেষবারের মতো তারোকো ন্যাশনাল পার্কে দেখা গিয়েছিল। এই জায়গায়টি ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের খুব কাছেই। এই দুই ভারতীয়-সহ বাকি নিখোঁজদের সন্ধানে জোর কদমে কাজ করছে উদ্ধারকারী দল। ওই ৫২ জনের মধ্যে ৩৮ জন হোটেলকর্মীও রয়েছেন বলে খবর। কম্পনের জেরে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে বহু বাড়ি। বড় বড় ভবনগুলো পুরোপুরি সামনের দিকে হেলে পড়েছে। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ খতিয়ান পাওয়া যায়নি। তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। রয়েছে সুনামির সতর্কতাও। তাইওয়ানের ভূমিকম্পে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিপদের দিনে সেদেশের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তিনি লেখেন, ' তাইওয়ানে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। এই বিপর্যয়ে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের জন্য আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রয়েছে। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমরা প্রার্থনা করছি তাইওয়ানের মানুষ যেন দ্রুত এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারেন।' মোদির এই বার্তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং তে ওরফে উইলিয়াম লাই।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়তে তাইওয়ানে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। ইন্ডিয়া তাইপেই অ্যাসোসিয়েশনে'র তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলে হওয়া ভূমিকম্পের দিকে নজর রেখে তাইওয়ানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য এমার্জেন্সি হেল্পলাইন খুলে দেওয়া হয়। এছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আর্জি জানানো হয়েছে, ওখানে থাকা ভারতীয়রা যেন এই নির্দেশিকা বাকিদের কাছেও পৌঁছে দেন। বলে রাখা ভালো, গত ২৫ বছরের মধ্যে এটাই তাইওয়ানে হওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প।

ঘরের মাঠে শুভমনের ৮৯

অধিনায়কের ব্যাটে পঞ্জাবকে ২০০ রানের লক্ষ্য দিল গুজরাত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাল শুরু করলেও বড় রান করতে পারছিলেন না শুভমন গিল। অবশেষে ঘরের মাঠে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করলেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দিলেন সাই সুদর্শন। অধিনায়ক শুভমনের দাপটে পঞ্জাব কিংসের সামনে ২০০ রানের লক্ষ্য দিল গুজরাত টাইটান্স।

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন পঞ্জাবের অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান। এই ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন শুভমন। তাঁর ওপেনিং জুটি ঋদ্ধিমান সাহা এই ম্যাচে রান পাননি। ১১ রান করে আউট হন তিনি। চলতি আইপিএলে প্রথম বার খেলতে নেমে ২৬ রান করেন কেন উইলিয়ামসন।

চলতি আইপিএলে গুজরাতের সব থেকে ধারাবাহিক ব্যাটার সাই সুদর্শন আরও একটি ভাল ইনিংস খেলেন। ব্যাট করতে নেমে মাঠের ফাঁকা জায়গা ব্যবহার করে বড় শট খেলা শুরু করেন তিনি। শুভমন অবশ্য বড় শট খেলা থামাননি। সুদর্শন ১৯ বলে ৩৩ রান করে আউট হন। রান পাননি বিজয় শঙ্কর।

শুভমন এক দিকে টিকেছিলেন। অর্ধশতরান করার পরেও রান তোলার গতি থামাননি তিনি। পঞ্জাবের কোনও বোলারকেই রেয়াত করছিলেন না শুভমন। শেষ দিকে শুধু বড় শট খেলছিলেন। ধীরে ধীরে শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন গুজরাতের অধিনায়ক। শেষ দিকে দ্রুত রান করেন রাহুল তেওতিয়াও।

শেষ ওভারে ১৫ রান করলে শতরান করতে পারতেন শুভমন। আরশদীপ দেন ১৩ রান। ফলে শতরানের আগেই থামতে হয় শুভমনকে। তিনি ৮৯ রানে অপরাজিত থাকেন। তেওতিয়া অপরাজিত থাকেন ৮ বলে ২৩ রানে। ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান করে গুজরাত।

হার্দিককে নিয়ে অখুশি রোহিত শর্মা, বাড়ছে দু'জনের ঝগড়া

মুম্বই দল ছাড়তে পারেন শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হারের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। দলের অন্দরের ছবিটা ভাল নয়। প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বর্তমান অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে প্রকাশ্যে ঝগড়া হচ্ছে। হার্দিকের অধিনায়কত্বে খুশি নন রোহিত। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে রোহিত মুম্বই দল ছাড়তে পারেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুম্বইয়ের এক ক্রিকেটার সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, হার্দিকের অধিনায়কত্বের জন্যই দু'জনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। মাঠে হার্দিকের অনেক সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না রোহিত। তিনি নিজের মতামত জানাচ্ছেন। সেগুলি আবার হার্দিক শুনছেন না। তিনি নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ফলে খেলা শেষে সাজঘরে ফিরেও প্রকাশ্যে ঝগড়া করছেন তাঁরা। তাতে দলের অন্দরের পরিবেশ আরও খারাপ হচ্ছে।

সেই ক্রিকেটার আরও জানিয়েছেন, রোহিত মুম্বইয়ে খুশি নন। তিনি দল ছাড়তে চাইছেন। এ বার হবে না। কিন্তু পরের বার তিনি আর মুম্বইয়ে থাকতে চাইছেন না। এই বিষয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির সঙ্গে নাকি আলোচনাও শুরু করেছেন রোহিত।

এ বারের আইপিএলের নিলামের আগে গুজরাত থেকে হার্দিককে কিনেছে মুম্বই। নিলামের আগে রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করেছে তারা। রোহিত মুম্বইকে পাঁচ বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে এটা হজম করা কঠিন। হার্দিক অধিনায়ক হিসাবে প্রথম তিনটি ম্যাচে হেরেছেন। তাই তিনিও চাপে। সব মিলিয়ে মুম্বই শিবিরের পরিবেশ ভাল নয়।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘাত, ভাঙা হল অস্থায়ী নির্মাণ, সমস্যা মেটার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে কেরল ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে প্লে-অফের অক্সিজেন পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তার পরের দিনই নতুন সমস্যার কথা প্রকাশ্যে এল। ক্লাবের একটি অংশে অনুমতি ছাড়া অস্থায়ী নির্মাণ তৈরি করার চেষ্টা করায় তা ভেঙে দিল সেনাবাহিনী। তবে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা জানিয়েছেন, একটি ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। তা মিটে গিয়েছে। দ্রুতই আবার নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রধান গেটের ডান দিকে কাফেটেরিয়ার পিছনের অংশে একটি ভগ্নপ্রায় শৌচালয় ছিল। সেটি সংস্কার করে নতুন করে বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ক্লাবের তরফে। সেই মতো কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা মহমেডান ক্লাবের জমি সেনাবাহিনীর অধীনে। যে কোনও নির্মাণের আগেই তাদের অনুমতি লাগে। সেনাবাহিনীর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক উইং কমান্ডার হিমাংশু তিওয়ারি জানিয়েছেন, গত ২৬ মার্চ প্রথম বার সেনাবাহিনী টহল দিতে গিয়ে ওই অস্থায়ী নির্মাণ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করতে বলা হয়। এর পর ১ এপ্রিল ফের টহল দিতে গিয়ে দেখা যায়, কাজ বন্ধ হয়নি। তখনই নির্মিত বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলা হয়। ক্লাবের কাছে অস্থায়ী নির্মাণের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

তবে ইস্টবেঙ্গলের কর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, তাঁরা অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কোনও কারণে সেই চিঠি পৌঁছয়নি। ফলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্লাবের একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা সেনাকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সমস্যা মিটে গিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই নির্মাণকাজ শুরু হবে। অতীতে মোহনবাগান ক্লাবেও এ রকমই অস্থায়ী নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

শাস্তির মুখে পড়তে পারেন পন্থ

নির্বাসিত হতে পারেন মাঠে ফেরা তরুণ ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাড়ি দুর্ঘটনার ১৫ মাস পর মাঠে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। পর পর দু'টি ম্যাচে অর্ধশতরানও করেছেন। কিন্তু সেই ক্রিকেটারকেই নির্বাসিত করতে পারে আইপিএল। দু'টি ম্যাচে স্লো ওভার রেটের কারণে জরিমানা হয়েছে পন্থের। আর একটি ম্যাচে মন্থর ওভার রেট হলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ককে একটি ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হবে। সেই সঙ্গে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হবে পন্থকে।

বুধবার বিশাখাপত্তনমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে হেরে যায় দিল্লি। আগে বল করে ২৭২ রান হজম করেছিল তারা। জবাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৬৬ রানে। সেই হারের পর পন্থের জরিমানা হয়। গোটা দলেরও জরিমানা হয়েছে। পন্থের ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে। দ্বিতীয় বার মন্থর ওভার রেটের কারণে জরিমানা হয়েছে তাঁর। প্রথম বার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মন্থর ওভার রেটের জন্য পন্থের ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছিল। এর পর আবার মন্থর বোলিং হলে দিল্লির অধিনায়ককে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হবে।

তিনটি ম্যাচ হেরে গিয়েছে দিল্লি। লিগ তালিকায় ন'নম্বরে রয়েছে তারা। এ বার যদি পন্থকে নির্বাসিত করা হয় তাহলে আরও কঠিন পরিস্থিতি হবে দিল্লির জন্য। ব্যাট হাতে এ বারের আইপিএলে নিজের ফর্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন পন্থ। তরুণ উইকেটরক্ষক এখন ব্যাট হাতেও দলের ভরসা। তাঁর না থাকা সমস্যা হতে পারে দিল্লির জন্য।

কেরলকে চার গোল দিয়েও প্লে-অফ নিয়ে ভাবছে না ইস্টবেঙ্গল, চোখ বেঙ্গালুরু ম্যাচে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরল ব্লাস্টার্সকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে চমকে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। প্লে-অফের রাস্তা কিছুটা পরিষ্কার হল ঠিকই। তবে এখনও নির্ভর করছে যদি-কিন্তুর উপরে। ইস্টবেঙ্গল এখন আর সে সব নিয়ে ভাবছেই না। পরের দু'টি ম্যাচ জিতে নিজেদের কাজটা করে রাখতে চাইছে তারা। বুধবার ম্যাচ শেষে এমন কথাই বলেছেন সহকারী কোচ বিনো জর্জ। প্রধান কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত কার্ড সমস্যার জন্য এই ম্যাচে মাঠে থাকতে পারেননি। তাই সাংবাদিকদের সামনেও আসেননি। কেরলের বিনো জর্জ তাঁর নিজের রাজ্যের দলকে হারাতে পেরে খুশি।

বিনো বলেছেন, তএখন আমরা শুধুই পরের ম্যাচের কথা ভাবছি। প্লে-অফে ওঠার কথা ভাবছিই না। আমরা সেরা ছয়ে থেকে লিগ শেষ করতে চাই এটা ঠিকই। সে রকম ভেবে কিছু পরিকল্পনাও তৈরি রয়েছে। আমরা এখন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগোব।দ ইস্টবেঙ্গলের পরের দু'টি ম্যাচ যথাক্রমে ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে (৭ এপ্রিল) ও পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে দিল্লিতে (১০ এপ্রিল)।

এ দিন জোড়া গোল করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপো ও নাওরেম মহেশ সিং। ক্রেসপোর একটি গোলে অ্যাসিস্ট করেন রিজার্ভ দল থেকে উঠে আসা আমন সিকে। মহেশের একটি গোল হয় ভিক্টর ভাসকুয়েসের ক্রসে ও অন্যটি আসে ক্লেটন সিলভার পাস থেকে। দলের জুনিয়র ফুটবলারদের প্রশংসা করে বিনো বলেন, তআমাদের দলের তরুণ ফুটবলাররা দারুণ খেলছে। আজ আমনের পারফরম্যান্স তো খুবই ভাল হয়েছে। ওর জন্য একটা গোল পেয়েছি আমরা। আমাদের কোচ কার্লেস জুনিয়র খেলোয়াড়দের খুবই পছন্দ করেন, ওদের উৎসাহ দেন এবং অনেক সুযোগও দেন। ওরাও নিজেদের প্রমাণ করছে।

বুধবার আগে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল কেরলই। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ক্রেসপো পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান। বিরতির পরে একাধিক পরিবর্তন করে ইস্টবেঙ্গল, যেগুলির প্রায় প্রতিটিই কাজে লাগে। সেই প্রসঙ্গে বিনো বলেছেন, আমরা বরাবরই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরিবর্ত খেলোয়াড়দের নামাই।

'ভাবতেই পারিনি ২৭০ রান পার করে যাব'

নারাইনদের ব্যাটিং দেখে অবাক কেকেআর অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ১০৬ রানে জিতল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার ভাবতেই পারেননি ২৭২ রান তুলবে তাঁর দল। অন্তত ৫০ রান তাঁর দল বেশি করেছে বলে মনে করেন শ্রেয়স।

ম্যাচ শুরুর আগে শ্রেয়স বলেছিলেন যে, সুনীল নারাইন ব্যাটারদের বৈঠকে থাকেন না। তাঁকে নিজের মতো খেলার ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে কেকেআর। রান করতে পারলে ভাল, না পারলেও ক্ষতি নেই। শ্রেয়স ম্যাচ শেষ বলেন, তসত্যি বলতে আমি ভাবিনি যে ২৭০ রান উঠবে। ২১০-২২০ রান হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু ২৭০ রান হওয়ায় বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাই আমরা। ম্যাচের আগে বলেছিলাম যে, নারাইনের কাজ হচ্ছে আমাদের একটা দারুণ শুরু দেওয়া। সেটা না পারলেও কোনও ক্ষতি নেই।

বুধবার তরুণ অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৫৫ রান করেন। ১৮ বছরের তরুণ ক্রিকেটারের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ শ্রেয়স। তিনি বলেন, তপ্রথম বল থেকেই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে শুরু করে অঙ্গকৃশ। চোখ জুরিয়ে দেওয়া শট খেলছিল। খুব পরিশ্রমী ক্রিকেটার।

কেকেআরের অন্যতম পেসার হর্ষিত রানা বল করার আগেই চোট পেয়ে যান। তাতেও দলের কোনও সমস্যা হয়নি। শ্রেয়স বলেন, তদলের সব বোলার নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেয়। ঠিক সময় সকলে উইকেট তুলতে শুরু করে। তবে হর্ষিতের চোট কতটা গুরুতর জানি না। ওঁর কাঁধে কিছু সমস্যা হয়েছে। বৈভব আরোরা দায়িত্ব নিয়ে বল করে। দলকে জেতায়।

আইপিএলে কমলা টুপির দৌড়ে কোহলিদের টক্কর দেওয়া শুরু পন্থের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের এখনও অর্ধেক মরসুম কাটেনি। এর মধ্যেই বেশ জমে উঠেছে কমলা টুপি এবং বেগনি টুপির দৌড়। একাধিক ক্রিকেটার শীর্ষস্থানে ওঠার লড়াইয়ে রয়েছেন। কমলা টুপির দৌড়ে বিরাট কোহলিকে টক্কর দেওয়া শুরু করলেন ঋষভ পন্থ। বেগনি টুপির লড়াইয়েও গায়ে গায়ে রয়েছেন বোলারেরা।

আইপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহককে কমলা টুপি এবং সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিকে বেগনি টুপি দেওয়া হয়। কোহলি এই মুহূর্তে ২০৩ রান করে সবার উপরে। তাঁর দুটি অর্ধশতরান রয়েছে। তার পরে রয়েছেন যথাক্রমে রিয়ান পরাগ এবং হেনরিখ ক্লাসেন। চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন পন্থ। প্রথম দু'টি ম্যাচে রান না পেলেও চেন্নাই এবং কলকাতা ম্যাচে পর পর অর্ধশতরান করেছেন তিনি। বুধবার কলকাতার বিরুদ্ধে ২৫ বলে ৫৫ রান করেন। দলকে জেতাতে না পারলেও ব্যক্তিগত পুরস্কারের লড়াইয়ে নিজেকে রেখে দিয়েছেন পন্থ।

কমলা টুপির মতো বেগনি টুপির লড়াইও জমে উঠেছে। ৩ ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়ে সবার উপরে মুস্তাফিজুর রহমান। কিন্তু ভিসা করাতে দেশে ফিরে যাওয়ার কারণে পরের দু'টি ম্যাচে তিনি অনিশ্চিত। ফলে মুস্তাফিজুরকে যে কেউ টপকে যেতে পারেন। তার মধ্যে রয়েছেন মায়াঙ্ক যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, মোহিত শর্মা এবং খলিল আহমেদ। চার জনেরই ৬টি করে উইকেট রয়েছে। তবে ইকনমি রেট ভাল থাকার কারণে মায়াঙ্ক সবার উপরে।

কলকাতার কাছে লজ্জার হার মানতে পারছেন না পন্টিং, পন্থদের তুলোধনা দিল্লির কোচের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঋষভ পন্থদের তুলোধনা করেছেন রিকি পন্টিং। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ১০৬ রানে হেরেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। এত বড় ব্যবধানে হার মানতে পারছেন না দিল্লির প্রধান কোচ পন্টিং। তিনি আঙুল তুলেছেন গোটা দলের উপর।

কলকাতার কাছে হারের পরে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খোলেন পন্টিং। তিনি বলেন, তপ্রথমার্ধে আমরা যা খেলেছি তাতে আমি লজ্জিত। আমরা দু'ঘণ্টা ধরে বল করেছি। ১৭টা ওয়াইড করেছি। তার মানে তিন ওভার বেশি বল করেছি। তাতেই তো শেষ দু'ওভারে ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে এক জন করে কম ফিল্ডার পেয়েছি। আমাদের সব কিছু ভুল হয়েছে। এগুলো মেনে নেওয়া যায় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই সব ভুল শোধরাতে হবে।

পন্টিং স্বীকার করে নিয়েছেন যে গোটা ম্যাচ জুড়ে কেকেআর অনেক বেশি এগিয়ে ছিল তাঁদের থেকে। কোনও ভাবেই তাঁরা ম্যাচে ফিরতে পারেননি। দিল্লির প্রধান কোচ বলেন, তওরা পাওয়ার প্লে-তেই খেলা শেষ করে দিয়েছিল। আমরা গোটা ম্যাচে ওদের পিছনে দৌড়েছি। কোনও ভাবেই এগোতে পারিনি। ওরা দুর্দান্ত খেলেছে। সবাই ভাল ব্যাট করেছে। অবশ্য আমরাও ওদের জায়গা করে দিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না কেন এতটা খারাপ খেললাম।

তবে এর পরেও যে তাঁরা ফিরতে পারবেন সে বিষয়ে আশাবাদী পন্টিং। তবে তার জন্য তাঁদের ফাঁক ভরাট করতে হবে। পন্টিং বলেন, তআমরা আলোচনা করব। সবাই নিজের কথা বলবে। কোথায় আমরা ভুল করেছি সেটা ঠিক করতে হবে। প্রতিযোগিতা সবে শুরু হয়েছে। এখনও অনেকটা পথ বাকি। আশা করছি আগামী দিনে ফিরতে পারব।

হারের মধ্যেও এক জনের খেলায় খুশি পন্টিং। তিনি দলের অধিনায়ক পন্থ। পর পর দু'ম্যাচে অর্ধশতরান করেছেন তিনি। পন্টিং বলেন, তপন্থ খুব ভাল খেলছে। রান তাড়া করতে নেমে ও ভাবে খেলা ছাড়া উপায় ছিল না। পন্থকে দেখে মনে হচ্ছে না ওর খেলতে বা দৌড়তে কোনও সমস্যা হচ্ছে। যত ম্যাচ খেলবে তত ফিট হবে পন্থ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**